নসীরাম।

(ভগবদ্বাক্যমূলক নাটক)

২৫এ মে ১৮৮৮ সাল।

ষ্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত।

সেবক প্রণীত।

কলিকাতা, ৪ নং শ্যামপুকুর লেন হইতে
শ্রীঅমৃতলাল বসু
কর্ত্তৃক
প্রকাশিত

কলিকাতা।
৬ নং ভীম ঘোষের লেন,
গ্রেট ইডেন প্রেসে
ইউ, সি, বসু এণ্ড কোম্পানি দ্বারা মুদ্রিত।
১৩০৩।

মূল্য ॥৶০ আনা।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ।

যোগেশনাথ	...	...	গৌড়াধিপতি।
অনাথনাথ	...	...	রাজকুমার।
কাপালিক	...	...	রাজার গুরু।

নসীরাম।

রাজমন্ত্রী।

সভাসদ্গণ, শম্ভুনাথ, ভূতনাথ, সৈন্যগণ, পাহাড়ী ও পাহাড়ীবালকগণ, শববাহক ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ।

বিরজা	...	...	চাতুরী-দীক্ষিতা বন্দীবালা।
মাধুলী	...	...	ঐ সহচরী।
যোণা	...	...	কাপালিকের ভৈরবী।

নসীরাম।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

বৃক্ষতল।

(ভূতনাথ, শম্ভুনাথ, সৈনিকগণ।)

সকলে।— (গীত)

রুপিয়া লুকিয়ে রেখেছ কোথা পা।
তুমি অমন করে শুঁড়ীর ঘরে পায়ে ধরি আর যেওনা॥
যে তোমায় ট্যাঁকে রাখে, সে তখন বেঁকে থাকে,
কে জানে হায় সদয় হও কাকে ;—
ছাড় দাগাবাজী, হওনা রাজী, ডাকছি এত ঘামাও গা॥

ভূত। আচ্ছা ভাই, আমরা এখানে বসে আমোদ করছি, রাজকুমার টের পেলে যে গর্দ্দানা নেবে।

শম্ভু। রাজকুমার এখন পিরীতে হাবুডুবু, আর একটু আমোদ করবোনা? এতবড় লড়াইটে জিতে এলেম।

ভূত। না রে মদের ওপর ভারি চটা।

শম্ভু। মদ কি! কারণ করবোনা? আমরা স্বামিজীর চেলা, স্বামিজী যে-সে নয় রাজার গুরু!

ভূত। তুই শালা আবার চেলা কবে হলি?

শম্ভু। কেন আমি যে সোণামণির সঙ্গে পিরীত করতে যেতুম; বেটী ঘেড়োয় না।

ভূত। শালা গুরুপত্নীর ওপর টাঁক!

শম্ভু। কেনরে শালা ওতে দোষ কি? আমরা সব ভৈরব আর মেয়েমানুষ সব ভৈরবী। সোণামণি ভৈরবীর বাদশা।

ভূত। আর তুই শালা বুঝি ভৈরবের বেগম?

শম্ভু। তুই শালা জানবি কি, তুই যদি আমায় উপগুরু করিস তো তোকে শিখাই। আমি মস্তলোক হয়ে যাব, দেখিস সোণা করবো, ধূলোপড়া দিয়ে মেয়েমানুষ বার করবো। স্বামিজীর একটা কাজ করে দিলেই আমায় সব শিখিয়ে দেবে।

ভূত। আচ্ছা আমার ভগীকে বশকরে দিতে পারবি?

শম্ভু। এক ফুঁয়ে!

ভূত। ওরে নে, পাগলা শালা এদিকে আসছে। পালা পালা পালা। ও সব জায়গায় যায়, যদি কুমারকে বলে দেয়।

শম্ভু। হাঁরে হাঁ পালা—পালা—পালা!

[সকলের প্রস্থান।

(নসীরামের প্রবেশ)

নসী। ঐ যা, সব পালিয়ে গেল! তা আমি কি করবো বাবু; আহা বেড়ে পালাল, আমি কদ্দিনে পালাব! পালাব

বইকি, তুমিও যেমন, এখানেও থাকে! চোকবুজে দাঁড়াই, যে দিকে টেনে নেবায় সেই দিকেই যাই,—সিদে চলে চল।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

কক্ষ।

(বিরজা ও মাধুলী।)

বিরজা। মাধুলী তুমি দিন রাত কাঁদ কেন? খাবার সময় তোমায় ডাকি, আজ তিন দিন তুমি আসছ না।

মাধুলী। সখি শোন, যদি তুমি আমায় ভালবাস তো তোমার পরিচয় দিওনা। রাজকুমার তোমায় ভালবাসে। তোমার প্রাণের ভয় নাই জানি, কুমার যদি শোনে তুমি রাজকুমারী নও তাহলে পাগল হবে।

বিরজা। সখি এ অনুরোধ করোনা, আমি অনেক চাতুরী করেছি আর চাতুরী করবোনা।

মাধুলী। দেখো দেখো সরল প্রাণে ব্যথা দিওনা।

(গীত)

ব্যথা পাবে সরল প্রাণে ব্যথা দিওনা।
ছি ছি সই শেল মেরে শেল বুকে নিওনা॥
কেনলো করে যতন, এক মরণে মরবে দুজন,
নাজানি হায় কেমন তোমার মন;
মজিয়েছ আপনি মজে, আপনি ভেসে তায় ভাসিওনা॥

(অনাথনাথের প্রবেশ)

মাধুলী। এই যে কুমার আসছেন আমি যাই।

অনাথ। কেমন আছেন ?

[মাধুলীর প্রস্থান।

বিরজা। আপনি কেমন আছেন ?

অনাথ। মনে করেন কি কথার কথা জিজ্ঞাসা করি ?

বিরজা। আপনি মনে করেন কি কথার কথা জিজ্ঞাসা করি।

অনাথ। আমি ভাল আছি, আপনি কেমন আছেন বলুন ?

বিরজা। আমিও আছি ভাল, বসুন দাঁড়িয়ে রইলেন যে ?

অনাথ। আপনি বসুন। একটী কথা আমায় বলবেন ? রাজ নিয়ম ঠেলে আপনাকে দেশে পাঠিয়ে দিতে পারিনা, এভিন্ন অন্ত কিছুতে আপনি সুখী হতে পারেন না ? আমি তো আপনার সঙ্গে যেখানে থাকতেম সুখী হতেম।

বিরজা। কুমার কুণ্ঠিত হচ্চেন কেন ? দেশে যেতে তো চাইনি।

অনাথ। আপনাকে কি একদিনও সুখী দেখব না ?

বিরজা। আমি অসুখী আপনাকে কে বল্লে ?

অনাথ। শুন সুলোচনা জাননা জাননা,
যে বেদনা সহি নিশি দিন।
কল্পনায় চিত্রি তব সুখের আবাস,
সঙ্গে সহচরী, নিত্য ভ্রম
যেই স্থানে করিয়াছ বাল্যখেলা।
হেরি চারিদিকে সহাস্য আনন।
ফোটে ফুল চুমিতে ও কেশদাম,

সৌরভ ছড়ায় তব কায় হতে লীন।
পাখী গায় তুষিতে তোমায়।
মনোচক্ষে দেখি তুমি আনন্দে বিভোর।
তখনি হে কেঁদে ওঠে প্রাণ,
বলে হায়—
কোথায় এনেছি এই সরলা বালারে!
ভাবি কি দিয়ে ভুলাব,
কি আছে আমার, কোথা কিবা পাব,
জুড়াব ব্যথিত প্রাণ তব।
শোন সুবদনি! কহিতে সরম কথা,
চুরি করে ধারা বয়ে যায় চোখে,
লাজে মুছি কেহ পাছে দেখে।
বল, জান যদি বল,
কিসে তোমায় ভুলায়ে করিব সুখী?
আমি বড় অভিলাষী,
ও অধরে হেরিতে আনন্দ হাসি।

বিরজা। আমি যা বলবো তা করতে পারবেন?

অনাথ। যদি সাধ্য হয় এই দণ্ডেই সমাধা করবো।

বিরজা। দোষীর দণ্ড বিধান করতে পারবেন?

অনাথ। কি! কেউকি আপনাকে বিরক্ত করে?

বিরজা। না, আপনি বল্লেন যে, দিন দিন অনুসন্ধান করেছেন কিসে আমি সুখী হব। যা এতদিন খুঁজে পাননি এককথায় তা পাবেন কেমন করে? আমায় অনুগ্রহ করে বলুন, মগধের সহিত আপনাদের কিরূপ যুদ্ধ হয়েছিল?

অনাথ। যদি শোনবার ইচ্ছা হয় সেকথা আমি পরে বলছি, আপনার কথা আগে বলুন।

বিরজা। এ কথার সঙ্গে সেকথা।

অনাথ। যুদ্ধ বিবরণ আপনি তো সকলই জানেন। মগধ-সৈন্য মহা-প্রভাবশালী, দৈব বিপাকে পরাজিত।

বিরজা। আচ্ছা যখন গঙ্গাতীরে মগধ-সৈন্য আপনার বাহুবলে পরাজিত হয়, তখন আপনাদিগের উভয়ের অবস্থা কিরূপ?

অনাথ। সুন্দরি! আমার বাহুবল নয়, জয় পরাজয় বিধাতার নির্ব্বন্ধ। সাহস বীর্য্যে মগধ-সৈন্য আদর্শ স্বরূপ। সে সময়ে আমরা প্রবল হয়েছিলেম, পরদিন গড় আক্রমণ করতেম, ফল কি হ'ত জানিনা, যদি জয়ী হতেম মগধ করগত হ'ত।

বিরজা। আর যদি দুর্গ প্রবেশ নাকরতে পারতেন?

অনাথ। গড় বেষ্টন করে থাকতেম।

বিরজা। মগধের কি উপায় ছিল?

অনাথ। একেবারে নিরুপায় নয়, বীর্য্যবলে সকলি হতে পারে, কিন্তু সে সময় উপায় অতি স্বল্পই ছিল।

বিরজা। আমায় বন্দীকরা ভিন্নকি সন্ধির আর অপর উপায় ছিলনা?

অনাথ। দেখুন, মগধরাজ বার বার সন্ধির অবহেলা করেছেন, তাই আমার পিতা এই কঠিন পণ করেছিলেন, রাজ-কুমারী বন্দী থাকলে সন্ধিভঙ্গের বিশেষ আশঙ্কা নাই। কুমারীর অনিষ্ট ভয়ে বিপক্ষ পুনরাক্রমণ হতে নিরস্ত থাকবে, এই হচ্ছে উদ্দেশ্য।

বিরজা। তাই রাজকুমারী বন্দী করেছেন?

অনাথ। হাঁ।

বিরজা। আপনি কতক সংবাদ জানেন না। বলি, সন্ধির প্রস্তাবেই রাজা রাণী কেঁদে অধীর, রাজকুমারীর অন্নজল পরিত্যাগ। এমন সময় মন্ত্রী এক উপায় করলেন। তিনি গুটীকতক অনাথিনী বালিকাকে প্রতিপালন করেছিলেন, তারা সকলেই সুন্দরী, চতুরতা নিপুণা; তাদের তিনি বল্লেন যে রাজকুমারী সাজতে হবে।

অনাথ। তারা কারা?

বিরজা। আপনি রাজকুমার, তারা কারা জানেন না!

অনাথ। না, আমি তাদের কথা এই প্রথম শুনছি।

বিরজা। তারা অনাথা বালিকা, তাদের নিয়ে এসে সকল মনোহারিণী বিদ্যাশিক্ষা দেয়।

অনাথ। এর তাৎপর্য্য?

বিরজা। যখন সন্ধির প্রস্তাব এইরূপ হয় যে রাজ-পুরবাসী মহিলাগণ বিপক্ষের রাজ্যে সন্ধি-রক্ষা হেতু বসতি করবে, তখন তাদের প্রয়োজন হয়। সেই রাজ-পুরমহিলার পরিবর্ত্তে তারাই প্রেরিত হয়ে থাকে।

অনাথ। এতদূর কপটতা! বুঝেছি, যদি সন্ধিভঙ্গের সুযোগ পায় সন্ধিভঙ্গ করে, এই অনাথিনীরাই যন্ত্রণা পায়।

বিরজা। আপনি এখন কতক বুঝেছেন। মন্ত্রী ঐ কন্যাদের বল্লেন, যে রাজকুমারী সাজতে হবে, তাতে সকলেই ভয় পেলে, তখনও তাদের ভয় ছিল। কিন্তু একজন ভয়, লজ্জা, ঘৃণা বর্জ্জিতা—প্রাণহীনা।—

অনাথ। আপনি কি বলছেন?

বিরজা। প্রাণহীনা শুনে আপনার ভয় হচ্ছে? সত্যই প্রাণহীনা; তাদের শিক্ষা শুনুন বুঝতে পারবেন। যখন তৃষ্ণা পেয়েছে, দূরে বারি রেখে বালিকাকে যন্ত্রণা দিয়েছে, উত্তম পরিচ্ছদ দিয়েছে, বালিকা আনন্দে তার পানে ধেয়ে গিয়েছে, বলেছে, দূরহ ছুঁসনি—তুই বাঁদী, এ তোর নয় তুই পর, যখন ইচ্ছা হবে কেড়ে নেব—তুই বাঁদী। যখন যা মনে সাধ উঠেছে, তখনি তারে বলেছে তুই বাঁদী। অন্ধ, দরিদ্র, ক্ষুধাতুর সামনে এনে দিয়েছে—যখন করুণায় বালিকার প্রাণ আর্দ্র হয়েছে, তখন বেত্রাঘাত করে বলেছে, তুই বাঁদী, তোর দয়া করবার অধিকার নাই। এদের সামনে এই সব খা, যা না খেতে পারবি, কুকুরকে দিবি, তবু ওদের দিবিনি।

অনাথ। আর বলবেন না, আর আমি শুনতে চাইনা।

বিরজা। এই তো কৈশোর শিক্ষা। শুনুন আরও শিক্ষা আছে—যৌবনে কটাক্ষে যুবার প্রাণ বিদ্ধ করতে হবে, যখন সে উন্মত্ত হবে, তার আর মুখাবলোকন করতে পাবেনা।

অনাথ। এসব কি কথা, আমায় ক্ষমা করুন।

বিরজা। তবে জানতে চাননা আমি কিসে সুখী হব?

অনাথ। এর সঙ্গে আপনার সুখের কি সম্বন্ধ?

বিরজা। সম্বন্ধ আছে শুনুন, সেই লজ্জাহীনা রাজকুমারী সাজতে স্বীকৃত হল।

অনাথ। আপনি কি করলেন?

বিরজা। আমি আপনার কাছে এলুম।

অনাথ। এইজন্য মন্ত্রী এত সন্দেহ করেছিল।

বিরজা। কিরূপ সন্দেহ করেছিলেন?

অনাথ। আমায় পুনঃ পুনঃ পত্র লিখেছিলেন, যে রাজকুমারী কি না বিশেষ প্রমাণ নেবেন।

বিরজা। আপনি কি প্রমাণ নিলেন?

অনাথ। আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করলেম, আমি আপনার সরলতাপূর্ণ মুখ দেখে বুঝেছিলেম, যে আপনি কখনও মিথ্যা কইতে পারবেন না।

বিরজা। বুঝুন, আমি প্রাণহীনা কি না বুঝুন, আপনার সেই সরল বিশ্বাসের উপর আমি প্রতারণা করেছিলেম! আমি রাজকুমারী নই, আমি প্রাণহীনা মন্ত্রি-গঠিতা মাংসপুতলী।

অনাথ। কুমারী করোনা ছল!

জাননা জাননা আমার প্রাণ!
নিত্য হেরি হৃদয়ে তোমারে,
অন্তরে অন্তরে তোমার আবাস স্থান!
বলোনা বলোনা—
এতদিনে চিনিনি তোমায়,
তুমি সরলতাময়!
কিবা আর পরীক্ষা করিবে;
লহ এ অঙ্গুরী,
যাও চলে নিজ দেশে;
কেহ না রোধিবে।
দিন দুই পরে,
লোক মুখে সমাচার পাবে,
রাজ-দণ্ডে করিয়াছি তনুত্যাগ।

জানি আমি জানি বহুদিন,
নাহি হেন গুণ,
যাহে ভালবাসা পাইব তোমার,
ভালবেসে ভোলাব তোমার মন।
যাও, অশ্ব প্রস্তুত আমার,
মুক্ত তব পিঞ্জরের দ্বার,
উড়ে যাও বিহঙ্গিনী।
কভু মনে করো অভাগারে!

বিরজা। বিশ্বাসের প্রতিমূর্ত্তি তুমি ধরণীতে,
ভয় পায় সন্দেহ পশিতে তব হৃদে।
কেন আর যন্ত্রণা বাড়াও,
আমি দুশ্চারিণী দেহ মনে স্থান ;
ভুলাতে তোমার মন,
নিত্য করি রাজসুতা অভিনয় ;
যবে মুগ্ধ হবে,
ভুলায়ে মগধে লয়ে যাব,
এই দীক্ষা পাইয়াছি আসিবার কালে।

অনাথ। সত্য তুমি নহ রাজসুতা ?

বিরজা। না, প্রাণহীনা নারী-যন্ত্র আমি।

অনাথ। মিথ্যা কথা!
নহ নহ প্রাণহীনা,
মিথ্যা কহ অভ্যাসের দোষে।
উচ্চপ্রাণা কেবা তব সম ;
অরিপুরে অরির সম্মুখে,

নারী হয়ে কেবা শক্তি ধরে,
স্বেচ্ছায় প্রকাশে কপটতা,
প্রাণ নাশ হবে যাহে।
নীচ-শিক্ষা যত সহ-জাত
উচ্চ-ভাবে করিয়াছ পরাজিত।
রাজকন্যা না করি বাসনা।
তুমি মম হৃদয়-ঈশ্বরী,
সাধি পায়ে ধরি, ভালবাস—
আমি ভালবাসি!

বিরজা। কি দিব উত্তর, আছে কি উত্তর,
অমৃতে অসাধ কার!
কিন্তু সুধা নহে সবাকার,
দেবকন্যা করে পান!
ঘৃণ্য বটে,—
কিন্তু দাসী তব সহবাসে
হেরেছে হীনতা তার।
পূর্ণচন্দ্রে করিবনা কলঙ্ক অর্পণ,
সন্ধি-ভঙ্গে মগধ মজিবে
দেখিতে নারিব কভু মাতৃভূমি-নাশ
অবনীতে অবসান মম অভিনয়!
কেন আত্মঘাতী হব
রাজ-দণ্ডে বধ মোর প্রাণ।

অনাথ। ভেবনা বিবাদ;
সন্ধি-ভঙ্গ নাহি হবে,

মগধ রহিবে।
বল বল হে আমার হবে।

বিরজা। না।

অনাথ। কেবা ভাগ্যবান্!
কারে তুমি সঁপিয়াছ প্রাণ?
বল এনে মিলাই তোমার সনে;
দিনেকের তরে সুখী হেরে তোরে,
যাব চলে যথা যাবে প্রাণ,
তুমি মাত্র ধ্যান রবে হৃদে!

বিরজা। শুন ভালবাসি!
ক্ষুদ্র প্রাণে যত ধরে ভালবাসা!
কিন্তু কেন কলঙ্কিত করিব তোমায়।
আমি নাহি জানি মম কুল পরিচয়,
মন্ত্রী মাত্র করেছে পালন।
যবে তব জন্মিবে তনয়,
কি কহিবে,
কোন কুলোদ্ভবা তার মাতা?
ঘৃণা করি লোকে কবে তায়,
কামবশে কুলটায় বরিল তাহার বাপ।
এই পরিণাম হেতু মজাব তোমায়!
ছার এ জীবন, রব ঘৃণার ভাজন!
মনে মনে সবে কবে দুশ্চারিণী,
লোক অপবাদ-ব্যথা দিব তব প্রাণে!
নারী বলে কেন কর ঘৃণা,

প্রাণের না রাখি তত ব্যথা,
গুপ্তচর—বধ কর রাজার কুমার।
হাসি যদি ভালবাস,
মরিব হে হাসিতে হাসিতে।

অনাথ। রাজা নহি,
গুপ্তচরে দণ্ড দিতে নারি।
কলঙ্কের ভয় কিবা দেখাও সুন্দরী ;
কব এই সরল প্রেমের কথা
সরল ভাষায়,
সরলায় কিনেছি সরল প্রেমে।
পৃথিবী কি পঙ্কিল এমন,
শুনি এ প্রণয় গাথা,
অপবাদ করিবে অর্পণ!
কহিব এ কথা মম পিতার সদন,
অবশ্য দ্রবিবে তাঁর মন।
যদি রাজা দণ্ড দেন গুপ্তচরে
দিয়ে এ অধম স্বামী,
হাস্যমুখে তখন কি করিবে গ্রহণ ?
বলেছ তো সুখী হবে রাজদণ্ড পেলে।

বিরজা। কেন সভামাঝে দিবেহে কুলটা নাম ?
বল গিয়া মম পরিচয়,
প্রণয় গোপনে রেখ।

অনাথ। কেন অন্য ভাব,
পিতার উদার প্রাণ।

বিরজা। বলগে সকল বিবরণ।
এক ভিক্ষা পদে—
যবে বধ্যভূমে চারিদিকে ক'বে,
এই সেই দুশ্চারিণী,
ছলে মুগ্ধ করেছিল ভূপতি কুমারে;
বলো তুমি, নহে ছলে,
ভালবেসেছিল অভাগিনী।

অনাথ। ভালবাস?

বিরজা। ভালবাসি।

অনাথ। তবে কেন কর প্রতিরোধ!
বোঝনা কি অন্তর আমার?
তুমি প্রাণ, তোমা বিনে প্রাণশূন্য র'ব।

বিরজা। আর নাহি করি প্রতিরোধ;
কর যেবা ইচ্ছা তব,
বল গিয়া নৃপতিরে।

অনাথ। যেবা ইচ্ছা মম?

বিরজা। যেবা ইচ্ছা।

অনাথ। দিয়াছি অঙ্গুরী,
কর অঙ্গুরীর বিনিময়।

বিরজা। লহ—করোনা ধারণ,
এখনও ভূতলে ফেল;
বোঝ পরিণাম,
উদ্বাহে চাতুরী তব প্রবেশিছে প্রাণে,
এ বিবাহ রাখিবে গোপনে।

অনাথ। স্বর্গসুখ যাহে,
কোথা তাহে মন্দ পরিণাম!
প্রিয়ে!

বিরজা। নাথ!

(মাধুলীর প্রবেশ)

মাধুলী। রাজকুমার, রাজার নিকট হতে দূত এসেছে।

অনাথ। মহারাজ জানেন এখানে আছি, কে তাঁরে বল্লে?
প্রিয়ে আসি।

[অনাথের প্রস্থান।

মাধুলী। কি সর্ব্বনাশ হল, রাজা কেন ডাকতে পাঠালেন? দূতের মুখে শুনলেম রাজা মন্ত্রণা-গৃহে আছেন।

বিরজা। পরমেশ্বরের মনে যা আছে তাই হবে, ভেবে তো উপায় হবেনা।

বিরজা।— (গীত)

কি জানি কেমনে চলে জীবন-তরঙ্গ।
এ হিল্লোলে মন দোলে আশায় মিশে আতঙ্ক॥
প্রবল বাসনা বহে, নিবারিলে নাহি রহে,
সাধে প্রাণ যাতনা সহে;—
কি প্রসঙ্গ নব সঙ্গ নব রস নব রঙ্গ॥

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাজসভা।

(রাজা, মন্ত্রী ও কাপালিক।)

রাজা। তবে সকলি সত্য ?

মন্ত্রী। এইরূপ তো গুপ্তচরের নিকট অবগত হলেম।

কাপা। মহারাজ, রাজকুমার না এলে সবিশেষ অবগত হওয়া যাবেনা। আমরা সকলেই অন্ধকারে।

(নসীরামের প্রবেশ)

নসী। তার আর সন্দেহ কি—স্বামিজী, সকলেই অন্ধকারে !

রাজা। যা পাগলা এখন যা।

নসী। পাগল যাচ্চে, কিন্তু দুটো একটা পাগলা আছে তাই সংসার আছে।

রাজা। চলে যা চলে যা, এখন পাগলামো করিসনি।

নসী। দেখ দেখ পাগলা—পাগলা বলছে দেখ ; আমি নেচে গেয়ে বেড়াচ্চি আমি পাগল না তোরা গালে হাত দিয়ে ভাবছিস তোরা পাগল।

রাজা। আচ্ছা বোস, চুপ করে থাক।

নসী। দুটো একটা স্থায্য অন্থায্য বলবো না ?

কাপা। মহারাজ, রাজকুমারের নিকট সংবাদ অবগত না হলে কিছুই নির্ণয় করা যাচ্চে না—এই যে কুমার !

(অনাথনাথের প্রবেশ)

অনাথ। পিতা প্রণাম হই, গুরুগণের চরণে আমার প্রণাম

রাজা। কহ বৎস শুনি বিবরণ,
নিত্য তুমি যাও কি কারণ
মগধ কুমারী পাশ,
মম বাক্য করি অবহেলা ?
সত্য মিথ্যা নাহি জানি,
শুনি লোক মুখে বাণী,
নন ইনি প্রকৃত মগধ সুতা ;
কোন পালিতা সুন্দরী,
চাতুরী নিপুণা,
আসিয়াছে তব মন করিতে হরণ ;
পরে,
কৌশলে করিবে বন্দী মগধে লইয়ে।
নিত্য আসে সমাচার,
তব কি ব্যভার,
তোমা সনে বন্দীর কি আচরণ।
আর বৎস রেখনা গোপন,
কহ বৎস,
সত্য কিবা মিথ্যা এ সংবাদ।

অনাথ। সত্য মিথ্যা মিশ্রিত সংবাদ।
নিবেদন হে রাজন চরণে তোমার,
নন ইনি মগধ দুহিতা ;

কিন্তু অভাগিনী ভালবাসে মোরে,
আমি ভালবাসি তায়।

রাজা। সর্ব্বনাশ!
মন্ত্রী আজ্ঞা দেহ আনিতে দুষ্টারে;
এই দণ্ডে দিব তারে সমুচিত ফল।

অনাথ। পিতা, কি দোষ সে অনাথা বালার?
পরান্ন পালিতা,
আসিয়াছে রাজার শাসনে।
চতুরতা দীক্ষিতা কৈশোরে,
তবু উচ্চ প্রাণে
করি নীচ-শিক্ষা পরাজিত,
শত্রুর আশ্রয়ে
করিয়াছে স্বরূপ বর্ণন।
পিতা, ভালবেসে কেবা কবে হয় দোষী
মন কে ফিরাতে পারে!
ভজে মজে প্রাণ দিয়ে পূজে,
অপরাধী কিসে হেন জন?

রাজা। শুন বৎস!
কপটতা শূন্য তব মন,
তাই এ দুষ্টার আচরণ
বুঝিতে না পার তুমি।
ভালবাসা বর্জ্জিতা, গঠিতা শিক্ষাবলে;
বেশ্যা সম প্রাণহীনা,
মজাইয়ে নাহি মজে,

ভুলেছ দুষ্টার অভিনয়ে।
বল সত্য—এই যে দুষ্টা!

(বিরজা ও রক্ষীদ্বয়ের প্রবেশ)

মন্ত্রী। রাজকুমারী তো সেজে এসেছ, কি দণ্ড হবে জান?

বিরজা। জানি—প্রাণ বধ।

মন্ত্রী। তবে তুমি মগধ-রাজকুমারী নও?

বিরজা। না।

মন্ত্রী। তোমার উপদেশ ছিলনা?

বিরজা। ছিল।

মন্ত্রী। তবে উপদেশ মত কার্য্য করনি কেন?

বিরজা। কি জানি বলতে পারিনি।

মন্ত্রী। দেখ তোমার নিশ্চয় প্রাণদণ্ড হবে, মিথ্যায় কোন ফল দর্শাবে না, এ সময় মিথ্যা কথা কয়োনা, কিরূপ ষড়যন্ত্র ছিল, মগধ-সৈন্য কি যুদ্ধার্থে পুনঃ প্রস্তুত?

বিরজা। আমি জানিনি।

মন্ত্রী। তোমায় গুপ্তচরে পত্র দিত না?

বিরজা। পত্র পড়তেম না, আমি অনলশিখায় ফেলে দিতেম।

মন্ত্রী। পত্র পড়তে না কেন?

বিরজা। আমার রুচি হত না।

রাজা। দুশ্চারিণি, তোমার প্রাণদণ্ড হবে, তোমার অভিনয়ের আজ শেষ দিন।

বিরজা। মহারাজের বাক্য শিরোধার্য্য!

অনাথ। পিতা, দেখ নহে অভিনয়;

হেন শিক্ষা কি আছে ভূতলে,
স্বভাব করিবে জয়?
উচ্চ-প্রাণা নেহার ললনা,
তুচ্ছ করে কালের কবল;
নেহার নয়ন,
দর্পণ সমান প্রকাশে হৃদয়াগার,
কুটিলতা মালিন্য নাহিক তাহে,
নেহার বদন সুধাংশু গঞ্জন,
কভু কি সম্ভবে,
প্রাণহীনা এই সুবদনী?
প্রতি গ্রন্থি কয় সরলতাময়,
শিরায় শিরায় প্রেম-স্রোত ধায়,
একি হয় চাতুরী আধার?
তবে পদ্ম হীন মধু, সুধা হীন বিধু,
নাহি সৃষ্টি সব একাকার!
প্রতারণা প্রতারণা বিশ্বময়!
আমি নিরবধি কত যত্নে সাধি,
তবু বালা বার বার করিল বারণ।
আমি প্রাণ দিছি,
প্রাণ দিয়া প্রাণ কিনিয়াছি;
বধিলে বালায় বধিবে আমার প্রাণ।

কাপা। (জনান্তিকে) মহারাজ, আজ দণ্ডাজ্ঞা দিবেন না, এ অতি গুরুতর বিষয়, কুমারের যেরূপ ভাব দেখছি, সহসা কোন কার্য্য করা উচিত নয়; কি বলেন মন্ত্রী মশায়?

মন্ত্রী। কুমার এ দুশ্চারিণী, নিশ্চয় মনে ধারণা করুন।

অনাথ। মহারাজ!

কর ক্ষমা অবলা বালায়,
কৃপা করে রাখ পিতা তনয়ের প্রাণ;
মহাশয় হওনা নির্দ্দয়,
পবিত্র প্রণয়,
দোষারোপ নাহি কর তাহে।

রাজা। আরে অভাজন,
কুক্কুরীর সহ তোর মন!

অনাথ। পিতা ঘৃণা হয় ত্যজহ আমায়,
স্থানান্তরে লয়ে যাই প্রাণের পুতুলী;
পুত্রে রাজা প্রাণভিক্ষা দাও,
চাহি মম জীবন-সঙ্গিনী;
কিম্বা পিতা যদি হয় মন,
বধহ জীবন,
ছেড়ে দাও নির্দ্দোষী বালায়।

নসী। পাগল পাগল, পাগলামোর ছড়াছড়ি! নসে তুই কেবল ধরাপড়ে গেলি।

রাজা। মন্ত্রি, দেখছনা সর্ব্বনাশ উপস্থিত, কুমারকে উন্মত্ত করেছে, একে সাধারণ কারাগারে রাখগে। বর্ব্বর তুইও আজ থেকে বন্দী, এ পুরীর বাইরে যেতে চেষ্টা করলে রক্ষীরা তোরে নিবারণ করবে।

[বিরজা ও রক্ষীদ্বয়ের প্রস্থান।

স্বামিজী কি এ!

কাপা। আপনি ঠিক আজ্ঞা করেছেন, সহসা ওর প্রাণবধ করা উচিত নয়।

রাজা। যা হোক পরমাসুন্দরী বটে!

কাপা। নারীরত্ন!

রাজা। আমি ওরূপ সুন্দরী স্ত্রীলোক তো দেখিনি!

কাপা। মহারাজ, ওরে বধ করবার আবশ্যক নাই, ওর দ্বারা মগধ করগত করা যেতে পারে।

রাজা। আচ্ছা আপাততঃ থাকুক—পরমাসুন্দরী!

কাপা। রাত্র অধিক হয়েছে, যান শয়ন করুন—আশীর্ব্বাদ।

[রাজার প্রস্থান।

রাজা! রাজা, খুব সুন্দরী বটে! এ পদ্মিনীকন্যা আমার নিমিত্ত, তোমার নয়।

[কাপালিকের প্রস্থান।

অনাথ। যা হবার হবে!

নসী। এইবার ঠিক ঠাউরেছ, খানিক হরি হরি কর।

অনাথ। নসীরাম কি বলবো আমি বড় অভাগা।

নসী। তা ঠিক বলেছ। আমি বলছিলেম কি, ঠাওরেছ তো যা হবার তা হবে?

অনাথ। যা হবার তাই হবে বই আর কি!

নসী। বেশ, তবে খানিক যা হবার তাই হবে করবে না হরি হরি করবে?

অনাথ। বাতুল, হরি হরি করবো কেন?

নসী। কেন নাই, জোর জরাবতি নাই, তুমি খানিক কি

হবে কি হবে কর, আর আমি খানিক মজা করে বসে হরি হরি করি।

নসী। পায়ে পায়ে রাঙা পা ছুটী,
যেন রাঙা কমল রয়েছে ফুটি,
আমি ঐ পায়ে লুটী।
রাঙা রাধা দাঁড়িয়েছে বামে,
আড় নয়নে দেখতেছে শ্যামে,
সাধে রাধে বলে ওরে মাত হরিনামে।
আদরে বলছে প্যারী,
কথা কি ঠেল্‌তে পারি,
নাম নিলে বল নয়ন ভরে কেন বয় বারি।
শ্যাথ শ্যাথ নয়নে নয়নে হানে,
পিরীতের কি ভির্‌কুটী।
আমি রাঙা পায়ে লুটী॥

তুমি ভাবতে থাক মোটা মোটা ষণ্ডা দরওয়ান তলোয়ার খোলা, ঐ মাগীকে নিয়ে কাটতে যাচ্চে, আর তুমি অমনি বাপরে মা রে করে গিয়ে পড়ছো; বাপরে আমায় বিষ দেরে, খুন কররে; আর আমি দেখতে থাকি রাধাকৃষ্ণ খানিক চোক ঠারাঠারি করলে, সখিগুলো খানিক হাত পাকড়াপাকড়ি করলে, তার পর রাধাকৃষ্ণ দাঁড়াল আমি পা ছড়িয়ে দেখতে বসে গেলেম!

অনাথ। ও নসীরাম শোন।

নসী। আঃ যা পাগলা এখন বেজার করিসনি।

অনাথ। কেন আমি পাগল কিসে?

নসী। আর কথায় কাজকি, মনে বুঝে দেখনা। তুমি

হাউ-মাউ-খাউ কত্তে থাক, আমি বাঃ বাঃ বাঃ কত্তে থাকি! আর যদি সক থাকে তো বাঃ বাঃ করবে এস। এসনা যা হয় একটা তো কত্তে হবে। এসনা মজাই দেখা যাক।

অনাথ। কি কত্তে হবে?

নসী। হাউ-মাউ-খাউ করে কি হবে?

অনাথ। যদি কোন উপায় হয়।

নসী। দুর মিথ্যাবাদী! এই না বল্লি যাহবার তাই হবে। যাহবার তা হবে তার আবার উপায় করবি কি? দুর হোক, পাগলা বেটার কাছে আর বসবো না।

[নসীরামের প্রস্থান।

(মন্ত্রীর প্রবেশ)

মন্ত্রী। কুমার আপনার শয্যা প্রস্তুত হয়েছে।

অনাথ। হা হতভাগিনী! আমি তোর প্রাণ বিনাশের কারণ হলেম! আহা আমার প্রাণ ফেটে যায়, রাজা হলে কি এইরূপ নির্দ্দয় হতে হয়? তবে রাজপুত্র হওয়া বিড়ম্বনা!

মন্ত্রী। কুমার আসুন, শয্যা প্রস্তুত।

অনাথ। আমি এইখানেই থাকবো।

মন্ত্রী। কুমার, রাজ-আজ্ঞা!

অনাথ। উঃ এতদূর—চল!

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

কাপালিকের গৃহ।

(কাপালিক ও সোণা।)

সোণা।— (গীত)

কে বলেরে সর্ব্বনাশী নাম নিলে তোর হয় আনন্দ।
তোর কপালে আগুন জ্বলে,
দেখিলো তোর সকল মন্দ॥
থাকিস তো ভিখারীর ঘরে,
ভাতার থাকে নেশার ঘোরে,
ছারকপালি বিষ দিলি, তুই তায় আদর করে;—
রক্ত খেয়ে বেড়াস ধেয়ে,
তোর নামে আমার হয়লো সন্দ'।
সাধ করে যে নাম নিয়েছে,
সেইতো গায়ে ছাই মেখেছে,
জ্যান্তে মরা হয়ে রয়েছে;—
তোর ঘোরতরঙ্গ মদের রঙ্গ, বোঝা যায়না ছন্দ বন্দ।
তোর চাঁদ পড়ে পায়, হাড়-মালা গায়,
দেখে মনে লাগে ধন্দ॥

কাপা। সোণা গান রাখ, ভৈরবী হয়ে বোস।

সোণা। আর রাখ তোর ভণ্ডামী। মদ খেয়ে বিহার অমন ঘরে ঘরে হচ্ছে, তাহলে সবাই সিদ্ধ হ'ত। পোড়ারমুখো আর কি—সিদ্ধ হবে!

কাপা। দেখিস কোন শালা না সিদ্ধ হয়। মাইরি বলছি, দুটো জিনিসের দরকার ছিল, এক পদ্মিনী-কন্সার ধর্ম্ম-নষ্ট, আর এক প্রেমিক রাজপুত্র বলিদান, তাহলেই সিদ্ধ হব। বর নিয়ে রাজা হয়ে বসবো, জানলি হারামজাদী। আমার কপালে রাজদণ্ড আছে—জানিস!

সোণা। তোর কপালে যমদণ্ড আছে। আহা পুরুষের কি মূরোদ্ গো, আবার রাজা হবেন!

কাপা। দেখ বেটী, চক্রে বসে আমার মন চটাসনি, আমায় শিবভাবে ভাব, চক্রে আমি ভৈরব তুই ভৈরবী।

সোণা। কান্টাপনা কেন কর বলতো?

কাপা। দেখ, যেদিন রাজা হব সেদিন তোরে সাত পয়জার ঝাড়ব।

সোণা। সেতো যেদিন তোর মুখে আগুন দেব।

কাপা। কি—তুই অবিশ্বাস করছিস? আমি রাজা হব তা বিশ্বাস করিসনি? তা আমি দেখে নিচ্চি—শোন, সব যোগাড় হয়েছে; প্রেমিক রাজকুমার তো এই রাজার ছেলে, সে বেটা বিবাগী হয়ে বেরুলো বলে, আর পদ্মিনী মেয়ে কারাগারে বন্ধ করেছি, যেদিন বার কোরে নিয়ে আসবো সেইদিন সিদ্ধ।

সোণা। তোর অইটে বাহাদুরী আছে, রাজার সঙ্গে কি করে জুটলি?

কাপা। তুই বেটী কি করে জানবি? জানিস আমি রাজার গুরু, আমি তান্ত্রিক উপাসনা শিখিয়েছি, রাজাকে চক্রে বসিয়েছি, আমি কারণ তৈয়ের করে দি তবে রাজা খায়। রাজাকে চিরযৌবন আর অমর করে দেব বলেছি, কিন্তু তা দিচ্চিনি; জগদম্বার কৃপায় আমি রাজা হই তোরে চিরযৌবন করে দেব—জানলি।

সোণা। আর তোরে ভাগাড়ে রেখে আসবো—জানলি।

কাপা। শোন বলি, তোকে সেই মেয়েটাকে বার করে আনতে হবে, আমি সব যোগাড় করবো, তুই রোজ কারাগারে যাবি, তারে খুব ভালবাসা জানাবি, তোকে মাসী বলবে, তারপর এই সিদ্ধাশ্রমে আনবি। আর রাজপুত্রকে—সে আমি ঠিক করে নেব, নসেকে দে পারি যাকে দে পারি।

সোণা। মুখপোড়া খ্যাংরা মারি তোর মুখে, আমার সঙ্গে মাতলামো! তোর হাড় অশুদ্ধ তুই আবার সিদ্ধ হবি!

কাপা। হবই তো—তোর বাবার কি!

সোণা। আমার বাবার নয়—তোর মার মাথা ব্যথা! মাতলামো কোচ্চো, রাজা শুনলে যে গর্দ্দানা নেবে। আমি গান গাই শোন।

সোণা।— (গীত)

তোর মুখ দেখে কি হয়না লো ভয়,
কোন গুণে মা বলে তোরে।
মায়ের কি ধার ধারিস বেটী,
মা বলাস তুই গায়ের জোরে॥

তুই কি বেটী মায়ের মতন,
মা'র মত কি জানিস যতন,
বল আবাগী কাঁদায় কে এমন ;—
পা চেপে তুই মারলি পতি,
মত্ত মাগী নেশার ভোরে ॥
তোর আঁধার বরণ বসন দশদিশি,
কবে কার তুই হলি হিতিষী,
তোর বরণ ঘটায় পালিয়ে যায় নিশি ;—
(ওলো ও সর্ব্বনাশী)
রাক্ষুসী তুই খিদের চোটে সৃষ্টি রাখিস উদরে ॥

কাপা। মাইরি গান থাম, আমোদ হবেনা আমোদ হবেনা, শোন ছুটো প্রাণের কথা শোন।

সোণা। না আমি শুনবনা—যা।

কাপা। শোননা—মাইরি সিদ্ধ হব।

সোণা। যাঃ—তোর সিদ্ধি হয়না, আমি চল্লুম।

[প্রস্থান।

কাপা। তবেরে শালী জপে ব্যাঘাৎ, খুন করে ফেলবো।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

কারাগার।

(সোণা ও বিরজা।)

বিরজা। অনুরোধ করোনা আমায় ত্যজিতে এ কারাগার,
কারাগার অন্ধকার যোগ্যস্থান মম,
এই স্থানে অনশনে ত্যজিব জীবন।
লোকের গঞ্জন, কলঙ্ক ভাজন,
সংসারে কোথায় মোর স্থান?
উজ্জ্বল তপনে কোন লাজে দেখাব বদন!
জাননা জাননা ওলো সুলোচনা,
কারাগারে লভেছি জীবন;
শ্বাস সনে অধীনতা এসেছে আমার,
অধীনতা-বর্দ্ধিত শরীর;
চিরবন্দী আমি,
স্বাধীনতা কিনিবগো প্রাণ বিসর্জ্জনে।
কিন্তু এক খেদ রহিল গো মনে,
নৃপতিনন্দনে আর না হেরিব,
মধুর বচন আর না শুনিব,
কর-স্পর্শে ভুলে যাব অধীনতা,
সেই সাধে দেহ নাহি ত্যজে পোড়া প্রাণ।

সাধ বটে দেখিতে কুমারে,
কিন্তু মন বাঁধিয়া রাখিব,
আর না হেরিব তাঁরে,
অপবিত্র দর্শনে আমার,
করিয়াছি কলঙ্ক সঞ্চার আমি
সে পবিত্র প্রাণে।
আহা জান যদি বল,
কি দশায় আছেন কুমার?
হায় হায়!
যদি হেয় ঘৃণ্য হ'ত মম কায়,
ভিক্ষা-অন্নে করিতাম জীবন যাপন,
তাহলে না দেখা হ'ত তাঁর সনে।
সে নির্ম্মল সুকোমল প্রাণ,
কাটিত না কলঙ্ক কুৎসিৎ ফণী,
সেই হাস্যাধর মলিন না হ'ত!
আহা নাহি জানি কি ভাবে রয়েছে—
সে আমারে ভালবাসে!
কহ সুলোচনা,
রমণী-হৃদয়ে এতই যন্ত্রণা সহে?
বড়ই যন্ত্রণা—
সে বিনে কে বুঝিবে বেদনা হায়!

সোণা। বলি অমন কেঁদ তখন, অন্ধকার যদি ভালবাস, বনে বসে কাঁদলে হয় না। তোমার যাতনা বাড়বে বলে বলিনি, তুমি রাজার কু নজরে পড়েছ।

বিরজা। তিনি পিতা মম।

সোণা। কে বলে তোমায় চতুরা, তুমি কিছুই জাননা, কামান্ধ পুরুষের কাছে সম্পর্ক বিচার নাই। রাজা তোমার জন্ত উন্মত্ত হয়েছে তাই তোমায় মেরে ফেলতে হুকুম দেয়নি।

বিরজা। ভাব কিলো পর-পর্শে রবে এ জীবন!

সতী, জাননা কি সতীর চরিত?
কায় মন প্রাণ পতি পদে সমর্পণ,
পতি প্রাণ পতিই জীবন,
তাই আছে প্রাণ;
ত্যজিবার নাহি মম অধিকার।
কিন্তু যবে অঙ্গে বাদী হবে,
দেহ ছাড়ি তখনি পলাবে,
মিশিবে পতির পায়।

সোণা। বুঝলেম তুমি পতিপ্রাণা, কিন্তু যদি প্রাণ না বেরুলো? দুঃখে লোকে যাই বলুক প্রাণের মমতা বড় কঠিন। দুঃখে যদি প্রাণ যেত তবে দুঃখে ভয় কি! তুমি সতী বিপদ ডেকে এননা, যারা সতীত্ব হারিয়েছে তারা জানে যে কি রত্ন কামুক-পুরুষের ছলে ভুলে হারিয়েছে। পর-পর্শে প্রাণ যেন গেল, তোমার দেহতো পতির—সে দেহ কাম-দৃষ্টিতে দেখবে এই কি তোমার সাধ?

বিরজা। না না, বল এখান হতে যাবার কি উপায় আছে?

সোণা। এই নিদর্শন নাও, আমার এই চাদর তুমি নাও, তোমার খানা দাও।

বিরজা। তুমি আসবে না?

সোণা। না। শোন—আর ঘ্যান ঘ্যানানি তুলনা, এ নিদর্শনে একজন বাইরে যেতে পারে; আমি এখানে থাকবো। "যে যেমন বর্ব্বর আপনার কাজে তৎপর"। তুমি মনে কচ্চো আমার প্রাণবধ হবে—তা ভেবনা, আমি তোমার উপকারে আসিনি আমার নিজের উপকারে এসেছি।

বিরজা। তোমার উপকার কি?

সোণা। যাও যাও আর দেরি কোরনা, সে অনেক কথা। সতীত্ব পরম রত্ন! বিলম্ব কোরনা, আপনার সন্তানের প্রাণ বধ করে যদি সতীত্ব রক্ষা করা হয় তাও উচিত, আমার জন্য ভেবনা, তোমার রাজপুত্র কি দশায় আছেন দেখগে; যাও যাও, সতীত্ব পরমনিধি!

বিরজা। মা তুমি কে, দেবী কি মানবী!

সোণা। রাজা এখনি আসবে।

বিরজা। মা তবে আসি।

[বিরজার প্রস্থান।

সোণা। আমার কথা কর্কশ, রাজা পোড়ারমুখো কথায় যদি ধরতে পারে? আ-মর কামান্ধ কি কখনও দেখিসনি? তা'তে আবার মদ্যপায়ী—এখনই পোড়ারমুখো আসবে।

(গীত)

আমি ভস্ম মাখি জটা রাখি পরি গলে ফণীর হার।
ন্যাংটা খ্যাপা বলদ-চাপা পতি যে আমার॥
করে পাঁচ বছরে পঞ্চতপা, পেয়েছি প্রাণের খ্যাপা,
প্রাণ সঁপেছি দিয়ে পায়ে কলিকা চাঁপা;—

আমা। সে ভালবাসে, শ্মশানবাসী আমার আশে,
আমার তরে আঁখি নীরে সদাই সে ভাসে ;—
প্রাণখোলা সে ভাঙ্গড় ভোলা,
আমা বই আর নাইক তার ॥

(রাজার প্রবেশ)

রাজা। এ ঘোর অন্ধকার! কাজ নাই—দূতী বেটী বল্লে আলো আনলে চটে যাবে। বিরজা, আহা কি মধুর স্বর!

সোণা। (অন্য কণ্ঠে) আমায় ছুঁওনা।

রাজা। (প্রমত্ত ভাবে) বিরজা তোমার জন্য প্রাণ যায়, দূতীতো তোমায় সকল কথা বলেছে।

সোণা। দূতী বলেছে—তোমার মুখে শুনি।

রাজা। আর কি শুনবে, তোমার জন্য আমি মরি ; তো আমার ছেলেকে চেয়েছিলে সুখে থাকবে বলে, আমি রাজা—আমার চেয়ে কে তোমায় সুখে রাখবে?

সোণা। তোমার ছেলে যখন রাজা হবে, আমার যে গর্দ্দানা নেবে।

রাজা। সাধ্য কি!

সোণা। কার সাধ্য বলছো? তুমি কি তখন যমের বাড়ী থেকে ফিরে আসবে! সে তখন রাজা হবে যা খুসি তাই করতে পারবে। তুমি রাজা হয়ে তার মুখের গ্রাস কেড়ে নিচ্ছ, কে কি করছে?

রাজা। তুমি বড় চতুরা, এই জন্য তোমার ওপর এত আমার মন। ও ছোঁড়া ছুটকো কি ভাল লাগে, তুমি এমন রসিকা!

সোণা। সাধে ভাল লাগে, তোমার মত পোড়ারমুখো কোথা পাই বল, যে নিত্যি নিত্যি আগুন জেলে দিই।

রাজা। তুমি আমার ঘরে এস, অন্ধকারে আমোদ হয়না।

সোণা। না কথা শেষ কর।

রাজা। কি আর শেষ করবো।

সোণা। তুমি যখন মরবে, তোমার ছেলে যদি আমায় মেরে ফেলে কি করবো।

রাজা। আর সেকথা রেখে দাও; শোন সে যা হয় হবে।

সোণা। আমায় ছুঁওনা। দেখ আমি পদ্মিনীকন্যা চির-যৌবনা, আমার ঠিকুজিতে লেখা আছে যে আমার স্বামী হবে সে অক্ষয় অমর হবে, আর উপপতি হলে ছ'মাস বাঁচবেনা।

রাজা। অ্যাঁ সত্য! আমি বলি স্বামিজী মিথ্যা কথা

সোণা। সত্যি নাতো কি। তুমিতো আমার উপপতি হবে, ছ'মাসের মধ্যে ভাগাড়ে যাবে। তখন তোমার ছেলে আমায় কাটবে।

রাজা। তুমি আমায় যা বল আমি তাই করবো।

সোণা। আমি আর কি বলবো, আমায় যদি বে কর তা'তেও সর্ব্বনাশ; লোক নিন্দাতে আমায় ত্যাগ করবে, আর এদিকে যমরাজ চুলে ধরবে।

রাজা। ভাল বিপদ—তুমি আবার পদ্মিনী হতে গেলে কেন!

সোণা। তা না হলে তুমি আমার পাদোক জল খেতে আসবে কেন!

রাজা। বাঃ বাঃ, এমন নইলে মেয়েমানুষ! কোন বেটী

বলছেন্, "মহারাজ অপরাধ নেবেন না", "মহারাজ" "রাজাধিরাজ"। একটু প্রেমালাপে বসলেম—কেউ বল্লেন "আর্য্যপুত্র"। কেউ এলেন "ভর্ত্তৃদারিকে", মান করলেন "হা হতোস্মি", পান দিলেন "হা দীর্ঘোস্মি"! এক বেটী একদিন গালে ঠোনা মারতে পারলে না।

সোণা। ও গালে কি ঠোনা মারতে ইচ্ছা করে, যদি কারুকে চূণকালী দিতে বলতে তা দিত। এখন পোড়ারমুখো লজ্জাও করে না, বেটার কপালে ধূলো দিতে এসেছ।

রাজা। আমরা তান্ত্রিক, বেটা তো বেটা—হাঁ!

সোণা। তোমাদের রাজবাড়ীতে কি গুন আসেনা—খানিক টিপে দেয়না গা!

রাজা। এ মজা ক্রমে জানবে, আমি তোমায় উপদেশ দেব—গর্ভধারিণী ব্যতীত সকলেই ভৈরবী আর আমি ভৈরব।

সোণা। তুমি ভৈরব না আবাগের বেটা ভূত।

রাজা। আমি যদি ভূত হলেম তুমি কি হলে?

সোণা। আমি আবাগের বেটী পেত্নী—তা না হলে তোমার সঙ্গে যুটতে চাই! এখন কি করবে বল?

রাজা। তুমি চিরযৌবনা?

সোণা। এই তো আমি শুনেছি, তোমার সভায় তো পণ্ডিত আছে শুণিয়ে দেখনা।

রাজা। না না আমি শুনেছি, আমার গুরু স্বামিজী বলেছেন যে তুমি চিরযৌবনা।

সোণা। তবে তো সত্যি কথাই, তোমার গুরু যখন বলেছে। যাও ভাই তুমি চলে যাও, ছ'মাসের জন্ম পিরীত করে কি হবে!

রাজা। আর যদি তোমায় আমি বে করি তা'লে তো পরমায়ু বৃদ্ধি হবে, সেও গুরু বলে গেছেন।

সোণা। তাহলে তুমি বুড়ো জাম্বুবান হবে, চারযুগ অমর।

রাজা। তবে আর কি এস।

সোণা। বে করবে লোক-লজ্জা হবেনা? তখন আমায় যে ত্যাগ করবে; লোকে বলবে এক বেটী বেশ্যা ওর ছেলের কাছে ছিল তাকে বে করেছে।

রাজা। তা বলে বলবে।

সোণা। বলে বলবে না, লোকের কাছে যখন মুখ পাত্তে পারবেনা তখন ত্যাগ করবে।

রাজা। না না।

সোণা। তা আমি শুনিনি।

রাজা। তা ত্যাগ করি করবো—তুমি এস!

সোণা। আহা কি রসের কথাই বল্লে গা! এ তবু ছ'মাস ঘর করতে পাব।

রাজা। তবে কি হবে?

সোণা। আচ্ছা আমি পরখ করে দেখি, তুমি লোক নিন্দার ভয় পাও কি না? আমার সাতদিন একটা ব্রত সাঙ্গ করতে যাবে, এ ক' দিন বিবাহ হবেনা, তোমারই অকল্যাণ হবে তাই বলছি, সেই ক'দিন তুমি রাজ্যে ঘোষণা দাও, যে দূতী হয়ে এসেছিল সোণা না কি নাম, তাকে তুমি বে করবে; আমি তাহলে টের পাব যে লোক-লজ্জায় আমায় ত্যাগ করবে কি না? যদি এই কথা প্রচার কর তাহলে তোমার আমি প্রাণেশ্বরী হব—আর তুমি আমার প্রাণেশ্বর।

রাজা। আরে ছি ছি! সে বেটী যে বিশ্রী দেখতে, লোকে যে চূণকালি দেবে!

সোণা। আর বৌও হলে দেবেনা?

রাজা। তোমায় দেখলে সবাই বলবে যাহোক পছন্দ বটে।

সোণা। তুমি কি সত্যি সোণাকে বিয়ে করবে, আমি তো তোমার হ'ব। একাজ তুমি পারবে না, তোমার আমার মতন কত হবে, আমার জন্য এত করবে কেন!

রাজা। তোমার জন্য আমি প্রাণ দিতে পারি, আচ্ছা যা বলছ তাই করবো।

সোণা। আমার একটা আলাদা বাড়ী করে দাও, সোণা বই আর সেখানে কেউ যেতে পাবেনা, ব্রতের জন্য যা যা দরকার হবে আমি সোণাকে দিয়ে বলে পাঠাব।

রাজা। কি ব্রত?

সোণা। সাবিত্রী ব্রত, তোমার পরমাই বৃদ্ধি হবে।

রাজা। দেখ সাতদিন করোনা দুদিনে সেরে নিও! আমার তোমার জন্য প্রাণ যায়, এস আমি সব ঠিক করে দিচ্চি।

সোণা। যাব, কিন্তু আলোতে আমার দিকে চেওনা, তাহলে আমার ব্রতভঙ্গ হবে।

রাজা। যখন দুদিন অপেক্ষা করবো বলছি, তখন আজ রাতটাও কাটাব—চল এই গুপ্তপথে এস তোমায় কারাধ্যক্ষের ঘরে রেখে যাই, সে তোমাকে নূতন বাড়ীতে রেখে আসবে।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

নদী-তীর।

(বিরজা ও মাধুলী।)

বিরজা। নাহি জানি কি বন্ধনে বাঁধা আছে প্রাণ,
চরম সময়
ভয় হয় ছেড়ে যেতে কলেবর।
বুঝি আশার বন্ধন ;
আশা কয় হবে তোর সুদিন উদয়,
ঠেকে ঠেকে তবু নাহি শেখে ;
আশার ছলনে ক্রীতদাস
রাখে তার বিক্রীত জীবন,
ভাবে একদিন স্বাধীনতা হবে লাভ।
দরিদ্র যে জন,
হেরে আশায় স্বপন,
একদিন রাজসিংহাসন পাবে।
চির পরাধীনা পরান্ন পালিতা,
তবু আশা নির্ম্মূল হলোনা হৃদে !
আরে আশা—
ভুলিবনা ছলনায় আর !
যা হবার হয়ে গেছে তবু প্রাণ আছে,
ধন্য আশা—ধন্য তুই প্রতারক !
শুনলো স্বজনি,
মৃত্যুকালে করি আশীর্ব্বাদ,

পূর্ণ হোক তোর মন সাধ,
লয়ে তব হৃদয়ের চাঁদ,
হও সখী ফলবতী;
কভু মনে করো অভাগীরে।
যদি কভু হয় লো সুযোগ,
রাজপুত্র সনে হয় দেখা,
বলো তাঁরে,
মরেছিল তাঁহারে হৃদয়ে ধরে!
হায় সখি কে যেন কে যেন,
এখনও মরিতে করে মানা,
দুরন্ত বাসনা এখনও তাঁহারে চায়!
দেহ লো মেলানি,
বিদায় মাগিছে অভাগিনী!

মাধুলী। সখি, কেন তুমি আপনারে ভাব অভাগিনী!
মনে মনে করলো বিচার,
দেখ বিধি বিধাতার,
তব প্রেমপাশে বদ্ধ রাজার কুমার।
যত্ন বিনা খুলিল লো কারাগার দ্বার,
অবশ্য ইহার আছে কোন পরিণাম।
আজীবন ছিলে পরাধীন,
এবে উদয় সুদিন,
অধীনতা নাই কারু।
এ জীবন দিলে বিসর্জ্জন,
আর কিগো ফিরে পাবে।

হও সখী স্রোতে তৃণ সম,
চল দোঁহে ভেসে যাই যথা লয়ে যায়।

বিরজা। যে বেদনা মরমে মরমে,
জানাব কেমনে।
শুন বিবরণ কহিতে সরম,
রাজা করে মম প্রেম আশ;
পূরাইতে এ পাপ বাসনা,
পুত্রে দেছে কারাগারে।
কব কারে, হৃদয় বিদরে
মনে হলে কুমারের চাঁদ মুখ;
হায় পাপিনীর তরে,
কি দুর্গতি হল তাঁর!

মাধুলী। তাই বলি রাখিতে জীবন।
নৃপতি নন্দন,
প্রাণ মন করিয়া অর্পণ,
তোমারে হৃদয়ে দেছে স্থান,
কাঁদে নিরন্তর, তুমি স্বার্থপর,
বারেক না ভাব তাহা।
প্রেমে বাঁধ প্রাণ,
পতিরে উদ্ধার কর।
শুনেছ কাহিনী দুখিনী রমণী
সাবিত্রী পতিরে দিল প্রাণ।
করিলে যতন—অসাধ্য সাধন,
সতী নারী করিবারে পারে।

কারাগারে বদ্ধ আছে স্বামী,
কেন লো স্বজনী উদাসিনী তুমি
তাঁর কল্যাণ সাধনে।
তুমি উচ্চ-প্রাণা বাঁধ প্রাণ,
পতির দুর্গতি কর দূরে।

বিরজা। সুভাষিণি! তোমার কথায়
হয় আশার সঞ্চার।
বল যদি থাকে লো উপায়,
চিরদাসী হব তোর পায়।
পুন তাঁর পাব দরশন,
মধুর বচন করিব শ্রবণ,
পরশে পূরিবে প্রাণ মন?
বল ত্বরা-ত্বরি কি করি কি করি,
কেমনে আনিব তাঁরে?
বারেক লো হেরি সে বদন,
তখনি দিব লো ছার প্রাণ বিসর্জ্জন,
রবেনা বাসনা আর।

মাধুলী। ভাবি তাই—কূল নাহি পাই,
কি উপায় করিব স্বজনী।
আমি তোমা দুইজনে হেরিয়ে নয়নে,
পড়েছি বিষম ফেরে।
কেন দূতী হয়ে
তোমা দোঁহে বাঁধিলাম প্রণয়-বন্ধনে,
নহে কি ঘটিত এত দায়!

শুনেছি কাহিনী,
প্রাণ শিহরে স্বজনী,
কাপালিক দুরন্ত দুর্জ্জন—
স্বামিজী যাহার নাম—
করে তব প্রেম আকিঞ্চন ;
দেখিলে তোমায় সেই দুরাশয়,
বলে ধরে লয়ে যাবে।
রহিতে নগরে কেমনে কহিব,
এতক্ষণ চারিদিকে ফেরে তার চর।
হোথা—
অট্টালিকা মাঝে বন্দী রাজার কুমার ;
কি উপায়ে করিব গো তাঁহারে উদ্ধার,
সঙ্কটে কেমনে কূল পাব !

বিরজা। কেবা সে দুরন্ত কাপালিক—
কেমনে জানিলে সমাচার ?
হায় সখি রূপ মম হল অরি !

মাধুরী। লোকে কয় সদাশয় সেই দুরাচার,
দীক্ষাগুরু নৃপতির।
গিয়ে আশ্রমে তাহার,
সাধিলাম পদে ধরে,
তোমা দোঁহে করিতে উদ্ধার।
সে বর্ব্বর করিল স্বীকার,
কহিল নাহিক কিছু ভয়।
সোণা নামে ছিল সঙ্গে নারী,

সঙ্গে তার পাঠালে আমায়,
দাঁড়াইতে কারাগার দ্বারে ;
কহিল দুর্ম্মতি "যাও শীঘ্রগতি,
উদ্ধার হইবে সখী তব,
কিন্তু চারিদিকে অরি তাই ডরি,
লুকায়ে সখীরে তুমি এনো মমাশ্রয়ে"—

বিরজা। মহা উপকারী!
দুরাচারী কেন বল তারে?

মাধুরী। পথে সোণা কহিল আমায়,
"প্রত্যয় না কর কভু ইহার কথায়,
বিরজার ধর্ম্ম-নষ্ট করিবে দুর্জ্জন,
তাই আকিঞ্চন,
নিকেতনে আনিতে তাহারে।
ভণ্ড এ পাষণ্ড,
করে ধর্ম্ম-নষ্ট মোর,
এ দুর্দ্দশা করেছে আমার।"
শুনি সই শিহরিল কলেবর,
কহিল রমণী,
"বিরজায় মুক্ত আমি করিব এখনি ;
কিন্তু সাবধান,
ছলে ভুলে যেওনা সে দুর্জ্জনের স্থানে।"

বিরজা। অনাথিনী যে রমণী রূপ তার অরি!
শুনলো সুন্দরী,
কেবা জানে কিবা আছে কার মনে।

ভিখারিণী বেশে রহিব এদেশে,
দেখি যদি পারি কোন উপায় করিতে।
ভাবি সখী তোমার কি দশা হবে;
হায়—কি দায়ে পড়িলে তুমি আমার কারণে!
না পেলে আমায় বধিবে তোমায়
কাপালিক দুরাশয়,
রাজদণ্ড দেবে নহে রাজারে কহিয়ে।
কাঁদে হিয়ে
ছেড়ে যেতে তোমারে স্বজনী!

মাধুলী। যে দশা তোমার,
আমার সে দশা সখী।
দাসী হয়ে আসিলাম সেবিতে তোমায়,
ভগ্নী সম রাখিলে আদরে,
সে ঋণ কি এ জীবনে হবে শোধ!
দুখিনী-নন্দিনী—
অযতনে গেছে চিরদিন;
কিন্তু যেইদিন হতে আমি তব সহচরী,
যতনে তোমার
ভুলিয়াছি দুখিনী ঝিয়ারী;
তব প্রেম ভুলিতে কি পারি!
সখি! তুমি সরলা বালিকা,
নাহি জ্ঞান সংসারের বিবরণ।
দাসী তব রবে সাথে সাথে,
মনে জানে কিঙ্করী তোমার।

বিরজা। তুমি ভগ্নী,
হিতৈষিণী প্রাণসখী মম।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাজবাটীর প্রাঙ্গণ।

(নসীরাম।)

নসী। আচ্ছা নসে, রাজার ছেলে তোর কে ?—কেউনা। তবে তোর মন টানে কেন ?—তা নইলে আসবো কেন। কি বল দেখিন তোর মনের কথাটা কি ?—কি জানি ; বাঃ বাঃ বাঃ বেস ! আমি খানিক হরি হরি করবো ও খানিক করবে ! আবার আমি খানিক হরি হরি করবো ও খানিক হরি হরি করবে—ধেই ধেই দুজনে নাচ ! আর ও যদি না হরি হরি করে, নসে সরে পড়বে।

(কাপালিক ও সোণার প্রবেশ।)

কাপা। নসীরাম কি করছো ?

নসী। পাগলামো।

সোণা। কেন পাগলামো করা কেন ?

নসী। আ মর পাগলী বেটী তুই পাগলামো করছিস কেন ?

সোণা। আমার আর পাগলামো কি দেখলি ?

নসী। বেটী হাওয়ায় ফাঁদ পেতে বসে আছ—আর পাগলামো না ?

সোণা। একি, পাগলা আমার কথা জানে নাকি !

নসী। কেমন বেটী মুখ শুকিয়ে গেল যে, পাগলামী করছিসনি ?

সোণা। এটা কি বলছে ?

কাপা। তুই যেমন ওর সঙ্গে পাগলামী করছিস; ওর যা মনে আসছে বলছে।

নসী। আর তোরা যাচ্ছে-তাই করছিস।

কাপা। করছি করছি চুপ করে বোস।

নসী। বেস—রাজী আছি।

কাপা। কি হল, তুই আনতে পারলিনি কেন ?

সোণা। এ রয়েছে এর সামনে কি বলছো ?

কাপা। ও আপনার মনে আছে তুই বলনা।

সোণা। কা'কে নিয়ে আসবো কারাগারে তো কা'কেও দেখতে পেলেম না।

কাপা। দেখতে পেলিনি কি, তুই কোন কারাগারে গিয়েছিলি ?

সোণা। লাল কুঠিতে।

কাপা। বেরিয়ে এসে সখী ছুঁড়ীকে দেখতে পেলিনি ?

সোণা। না। আমি কারাগারের ভিতর খুঁজে খুঁজে কারুকে না পেয়ে বাইরে এলেম, দেখি সে সখী ছুঁড়ীও নাই, ফের ভিতরে গেলেম যে খালি ঘর সেই খালি ঘর।

কাপা। সেকি!

সোণা। তুমি গিয়ে দেখে এসনা।

কাপা। কোথায় গেল ?

সোণা। তা কেমন করে জানবো।

নসী। মাকড়সা জাল বোন আপনার জালে আপনি জড়াও, কি মজার মায়া বাঃ—

কাপা। নসীরাম কি বলছিস ?

নসী। কেন বাবা কের আমার সঙ্গে। আমি একদিকে আছি তোমরা একদিকে থাক।

সোণা। এ কে ?

কাপা। ও জানিসনি সেই যে পাগলা রাজাকে ওষুধ দিয়েছিল, রাজা ভাল হয়েছে।

সোণা। ও এখানে কেন ?

কাপা। ও সেই অবধি যেখানে সেখানে যেতে পারে, ওর পাগলামীতে রাজা খুব খুসি। পাগলামো দেখতে রাজারা অমন একটা পাগল রাখে। তারপর কি হল বল।

সোণা। আর কি হবে, আমি ফিরে এলেম।

নসী। রাধিকা অত চাতুরী ভালনা, কালাচাঁদের কাঁধে উঠবে ? কালাচাঁদ পালাবে বাবা।

সোণা। এ কি বলে—ও সব বোঝে ও ঠাট্টা করছে।

কাপা। ও আবার কি ঠাট্টা করবে – তুই বল।

সোণা। আমি তো কারুকেই দেখতে পেলেম না, তুমি বরঞ্চ দেখে এস ; তোমার যেমন আমায় প্রত্যয় হলনা, এক সখী সঙ্গে দিলে ?

কাপা। আমি তোকে কি অবিশ্বাস করছি, বিরজা যদি না আসে।

সোণা। আমি বুঝেছি, রাজা কোথায় সরিয়েছে। বেস হয়েছে, পোড়াকপালে যেমন তুমি আমার বুকের উপর

দাগা দেবার মতলব কর্য়েছিলে তেমনি রাজা তা'কে নিয়ে সিদ্ধ হবে।

কাপা। আর রেখেদে তোর রাজা, তার যো নাই; আমি ভয় দেখিয়ে দিয়েছি যে সে পদ্মিনীকন্যা, তার সতীত্ব নাশ করলে ছ'মাসের ভিতর মরতে হবে।

সোণা। আর বিয়ে করলে তো পেরমাই বাড়বে।

কাপা। অ্যাঁ অ্যাঁ!

সোণা। বলি শোননা, রাজা যদি বিয়ে করে? তুইত বলেছিস রাজাকে বলবি যে বিয়ে করলে পেরমাই বাড়বে।

কাপা। তোরে কে বল্লে?

সোণা। কেন সেদিন চক্রে যে আমায় সব বল্লি। আমি জানি তুই মুখপোড়া সিদ্ধ হতে পারবিনি। আমার কি কপাল তেমন—তুই রাজা হবি আমি রাণী হয়ে বসবো।

কাপা। তুই ভাবছিস-কেন, রাজা কি লোকলজ্জার ভয়ে বিয়ে করতে পারবে, ছেলের সঙ্গে যার বিয়ে দিলেনা। আরও কত ভয় দেখাব। হাঁরে সেদিন চক্রে বলেছিলেম না ঘুমন্ত বলেছিলেম?

সোণা। তা ঘুমন্তই যদি বলে থাকিস তো অত ভয় কেন? আর তো কেউ শোনেনি।

কাপা। তুই এখন যা, যদি তোর কথা মিথ্যা হয়, বিরজা যদি লালকুঠিতে থাকে তোরে কেটে ফেলবো।

সোণা। আর যদি সত্যি হয় তো তোর মুখে খ্যাঙ্গরা মারবো।

[প্রস্থান।

কাপা। তাইতো ব্যাপারখানা কি!

(অনাথনাথের প্রবেশ।)

অনাথ। স্বামিজী এসেছেন ভাল হয়েছে।
কৃপা করি যাও তুমি পিতার সদন,
রাজপদে মম নিবেদন
জানাইও মহাশয়,
ভিক্ষা চাহি রাজার চরণে,
যাব আমি কারাগারে প্রেয়সী সদনে;
ধর্ম্মপত্নী বিরজা আমার,
কারাগারে রব পত্নী সনে।
পবিত্র প্রণয়ে যদি থাকে অপরাধ,
অপরাধী আমি শতগুণে;
বালা কত বুঝাইল,
মম মন ধৈর্য্য না ধরিল,
তাই হায় প্রাণদণ্ড হবে তার,
নহে এ উচিত!
বধ্যভূমে উভয়ের বধ প্রাণ,
এই মাত্র কৃপা যাচে নন্দন তাঁহার।

কাপা। হে কুমার!
বজ্রাঘাত আর করনা কঠিন প্রাণে।
আমি সংসার বিরাগী—
তবু তোর তরে প্রাণ কাঁদে,
পুত্রাধিক তুমি মম,
হায়! বিরজার মায়া কর তুমি পরিত্যাগ।

অনাথ। ভুলিতে কে পারে—
কার হেন অধিকার!
সে আমার আমি তার ভুলিব কেমনে!
যে জানে সে জানে,
এ তো ভোলা নাহি যায়।
লয়ে চল পিতার নিকট,
পুন আমি করিব মিনতি,
পুন আমি জানাব এ নিদারুণ জ্বালা।
আমি মরি!
বিরজা বিহনে প্রাণ যায়—
পলকে প্রলয় হেরি তারে না দেখিলে!
সে আমার হৃদয়ে অঙ্কিত,
হায় কি দশায় আছে প্রিয়তমা!
কাপা। আহা! সরল কুমার,
চেননা সে ফণিনীরে।
জাননা জাননা কিবা প্রতারণা
আচ্ছাদন করে রাখে সুন্দর আকৃতি।
শুন, ধৈর্য্য ধর—
দ্বিচারিণী সে রাক্ষসী।
অনাথ। কি—মিথ্যা কথা! নহে দ্বিচারিণী,
সে আমার প্রাণাধিকে, প্রাণপ্রিয়ে,
সরলা বালিকা আমার প্রাণের প্রাণ!
কাপা। হে কুমার, কব কি তোমায়,
লজ্জায় মরমে মরি!

রাজা মুগ্ধ বিরজার রূপের ছটায়,
পাঠাইল দূতী তার পাশে,
অনায়াসে সে পাপিনী করিল স্বীকার
বিবাহ করিতে ভূপে;
হবে শীঘ্র উদ্বাহ নির্ব্বাহ।

অনাথ। কি—কি—কি? না, মিথ্যা কথা!

কাপা। সত্য, বৃথা কর আশারে প্রত্যয়;
দ্বিচারিণী করেছে স্বীকার,
অচিরে সে বরিবে রাজায়।

অনাথ। সব মিথ্যা, সব মিথ্যা, জগৎ মিথ্যা!
বিরজা দ্বিচারিণী!
ওই যে ওই যে—(মূর্চ্ছা)

কাপা। শীঘ্রই তোমার যন্ত্রণার শেষ হবে, ভৈরবীর নিকট শীঘ্রই তোমায় বলি দেব।

অনাথ। যাও ব্রহ্মচারী যাও,
প্রাণে যদি থাকে তোর আশা।
নহে বল, ধরি তব পায়,
দেছ মিথ্যা সমাচার,
আমি দাস হয়ে তব পদ করিব হে সেবা।
বল বল শীঘ্র বল মিথ্যা সমাচার,
কেন নরহত্যা হের ব্রহ্মচারী।

কাপা। হা অভাগা!
এই কি বিধাতা মম লিখিলে কপালে—
প্রাণাধিক রাজপুত্র মোর,

তার হেন দশা!
হায়রে কিশোর প্রাণে দিলি হেন ব্যথা!

অনাথ। যাও বিলম্ব না কর আর,
দেহ শুভ সমাচার।
জাননা জাননা কি ব্যথা দিয়াছ প্রাণে!
হায়! রণভূমে শত্রু-অসি না পশিল হৃদে,
তীক্ষ্ণতর অসি-ধারে কাটিতে অন্তর!

কাপা। বৎস ধৈর্য্য ধর।

অনাথ। যাও দূর হও,
প্রবোধ দিওনা আর,
ক্ষুদ্র প্রাণে কি বুঝিবি কি বেদনা মম;

[কাপালিকের প্রস্থান।

এ ব্যথা বুঝিতে কেহ নারে!

নসী। কি বল্লি বেল্লিক—আমার রাধারাণী তোর ব্যথা বুঝতে পারেনা! তুই একদিন হায় হায় করেই এই—আহা রাজনন্দিনী রাধারাণী আমার একশ বচ্ছর ধূলোয় পড়ে কেঁদেছে—আর কৃষ্ণ এমন কালামুখো, কুঁজিকে নিয়ে রইলো!

অনাথ। নসীরাম কি বলছো, আমার বেদনা কি কেউ বুঝতে পারে?

নসী। তুমি রাধারাণীর দুঃখের কথা শোননি—সে প্রাণ মন জীবন যৌবন সব কৃষ্ণকে দিয়েছিল, শেষে রাই আমার ধূলোয় পড়ে কাঁদলে!

অনাথ। নসীরাম তুমিই সুখী।

নসী। তুমিও কেন সুখী হওনা। রাজকুমার হওয়াই শক্ত আমার মত হওয়া তো আর মুস্কিল নয়, নসে পাগলা তো হলেই হলো!

অনাথ। সত্য কি ব্যভিচারিণী—এ অপবাদ দিতে কি স্বামিজী সাহস করবে? ওর লাভ কি, আমি ওরে ব্যথায় ব্যথিত দেখলেম; মিথ্যা কথা, সে কি ব্যভিচারিণী—নসীরাম তোমার প্রাণের ভয় আছে?

নসী। অত ঠাউরে দেখিনি, বাঁচতে হয় বাঁচবো—মরতে হয় মরবো।

অনাথ। আর দেহে ফল কিবা,
কি সুখে এ জীবন ধারণ।
দরিদ্র কে কোথা আছে হায়—
যার সনে অবস্থা না করি বিনিময়।
কেবা জন্মে এ দারুণ বিষে,
পিতা হয়ে শত্রু হয় কার,
কেবা করে হেন ব্যবহার?
ধিক্, হের প্রাণ কেন রাখি আর।
সত্য মিথ্যা সবিশেষ তত্ত্ব লব।
স্মৃতি লোপ হয় কি মরণে—
মরণে কি জ্বালা হয় দূর?
মহানিদ্রা লোকে বলে,
সে নিদ্রায় দেখে কি স্বপন?
হলাহল প্রাণে আর না সহিতে পারি।

নসী। আরে বেশ মজা করছে, থামকা থামকা ভেবে মরছে—কি ভাবছো?

অনাথ। কি জানি!

গেল সকলি ফুরাল,
রহিল কেবল স্মৃতি।
স্মৃতি রহিবে জ্বলিবে
নিভিবে কেবল চিতানলে।
বেদনা কি লেগেছে আমার?
বুঝিতে না পারি।
আছে কি ব্যথার ব্যথী—সুধাইব কারে,
লেগেছে বা না লেগেছে প্রাণে।
বুঝিতে না পারি সব সম হেরি,
কৈ—কোথা ব্যথা, কোথা অনুতাপ,
উদ্দেশ্য কি আছে মম,
কেবা আমি কি কাজে বা ফিরি?
মৃত্যু? ঘুমায় বা জাগে,
অধিক অনিষ্ট কিবা তায়;
মৃত্যু ভয় এত কি কারণ?
জনম মরণ মাঝে কয়দিন এই অভিনয়।
কুৎসিৎ এ অভিনয়,
যবনিকা পতন উচিত।

নসী। কি ঠাওরাচ্ছ, ঠাওরাও ঠাওরাও, দিনকতক ঠাউরে নাও, আমিও কত ঠাওরাতেম—বুঝলে?

অনাথ। কি ঠাওরাতে?

নসী। সে আগোড় বাগোড় তাগোড় কত কি তোমায় বলবো। কে খাওয়াবে, মলে কি হবে, কেন আর দুঃখ করা, মলেই হলো—

অনাথ। তার পর?

নসী। তার পর দুগালে চার চড় লাগিয়ে দিলেম; বল্লেম শালা মলেই হয় আর বাঁচলে হয়না?

অনাথ। বাঁচা কিসের জন্য—যা করছি তাই করতে?

নসী। কে তোমায় তা মাথার দিব্বি দিলে, আগোড় বাগোড় তাগোড় গুলো ছেড়ে দিয়ে বাঁচলেই তো হয়।

অনাথ। তুমি যদি কখনও রাজকুমার হতে, যদি পিশাচীকে প্রণয় অর্পণ করতে, যদি তোমার পিতা তোমার বক্ষে বজ্রাঘাত করতো তাহলে বুঝতে এ চিন্তা ছাড়া যায় কি না।

নসী। আর তুমি যদি দিনকতক হরি হরি করতে, তাহলে আমি বুঝতেম যে এগুলো ভোলা যায় কি না।

অনাথ। হরি কে—হরি কি আছেন?

নসী। তা নিয়ে তোমার মাথাব্যথা কেন? জল জল করলে যদি তেষ্টা মেটে তো জল নাই থাকলো।

অনাথ। তা কি হয়।

নসী। হয় না হয় পরখ করে দেখলে বুঝতে পার। হরি নেই বলে কারা জান, যারা একবার হরি হরি করেন, মনে করেন হরিকে খুব কৃপা করেছি—তবু হরি কেন এসে তার বাপের বাগানের মালী হয়না; আর হরি আছে কি না জিজ্ঞাসা করেনা কারা জান, যাদের হরিনাম করতে করতে প্রাণ ভরে যায়, যত হরি হরি করে তত আমোদ হয়, তারা সাবকাশ পায়না যে জিজ্ঞাসা করে হরি আছ কি না, ততক্ষণ আর দুটো হরিনাম করবে।

অনাথ। তুমি হরিনাম কর ?

নসী। হরিনাম করবনা মজা ওড়াবনা, তোমার মতন তো আমি পাগল নই যে ভাববো কি হবে কি করবো।

অনাথ। আচ্ছা নসীরাম তুমি কে ?

নসী। তোমার মতনই সব; তোমায় বলে কুমার, আমায় বলে নসে পাগলা।

অনাথ। ও তো বুঝলেম; তোমার বাপ মা তো ছিল ?

নসী। তা না তো কি আমি ভূঁইফোড়।

অনাথ। তোমার বাপ কে ছিল ?

নসী। লোকে বলতো বামুন।

অনাথ। তোমার পইতে হয়নি ?

নসী। ছিল গাছ দুই সুতো; তা আমার পইতের সময়ই বাপ মা মরে যায়। সে যদি মজা দেখতে—মা যখন মরতে যায়, একে একবার বলে ছেলেটাকে দেখো, ওকে একবার বলে ছেলেটাকে দেখো, কিন্তু মরে আর বেটী কুড়ি বচ্ছরের ভিতর খোঁজ নিলেনা। আর আমি—সেই শ্মশানঘাটে হাত পা ছুড়ে কান্নাই কত; এই যে এক একবার হাসি দেখতে পাও, সেই-গুলো মনে পড়ে আর হাসি। মনে হলো কে খাওয়াবে, কোথায় থাকবো, বেঁচে সুখ কি মরি এখনি—এমন সময় দেখি যে নগর-সঙ্কীর্ত্তন যাচ্চে, রামসিঙ্গে বাজিয়ে খুব আমোদ করতে করতে চলেছে, একজন বৈরাগী আমায় হাত ধরে তুল্লে; খোলের বাদ্যি শুনে, আর তারা নাচ্চে, আমিও নাচতে লাগলেম; হরিবোল হরিবোল করতে লাগলেম, দেখলেম যা মজা তা এতেই, কারুর তোয়াক্কা নাই বাবা, বসে হরি হরি কর।

অনাথ। মজাটা কি?

নসী। ওই ভাবনাগুলো নাই। দেখ দেখি এরকম হলে তোমার সুবিধা হয় কি? মরতেও চাইনি বাঁচতেও চাইনি, রাজার বাড়ীও চাইনি গাছতলাও চাইনি, ক্ষীর সরও চাইনি খুদকুঁড়োও চাইনি, ওসব ভাবিইনি, জানি ও একদিন সুখ একদিন দুঃখ আছেই, সুখ দুঃখ দুশালা সঙ্গের সাথী; ও যা হবার হোক, আমি করি হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল!

অনাথ। নসীরাম তুমি পাগল নও।

নসী। তার ঠিকানা কি, এ পাগল কিনা বুঝতে পারে কে জান—যে পাগলও নয় অপাগলও নয়।

অনাথ। নসীরাম, হরিনাম করলে কি স্মৃতি লোপ হয়?

নসী। কেন, তা তোমার দরকার কি? এগুলো তখন মনে হলে হাসি পাবে—কত মজা হবে, মনে করবে রাজকুমারটা কি পাগল ছিল।

অনাথ। হরিনাম করলে কি রাজকুমার থাকেনা।

নসী। না, পাঁচ বেটাতে যা বলে তাইতো নাম। আমায় যেমন নসে পাগলা বলে, তোমায় তেমনি বিশে পাগলা কি অনা পাগলা যা হয় একটা বলবে। লোকের কি, শালাদের আমি দেখেছি, যে বেটারা তাদের মতন পাগল না হয়, আপনার মজায় থাকে তারেই বলে পাগল। কোন শালা ধনের কাঙ্গাল, কোন শালা মানের কাঙ্গাল, কোন শালা মেয়েমানুষের কাঙ্গাল, কোন শালা ছেলের কাঙ্গাল—যে শালা এই কেঙ্গলাবৃত্তি না করে, সে শালাই পাগল।

অনাথ। না নসীরাম তুমি পাগল নও, তোমার সঙ্গে আমি থাকবো, তোমার কথায় আমার বড় প্রাণ ঠাণ্ডা হয়।

নসী। আমার সঙ্গে তোমার বনবে কেন ভাই।

অনাথ। কেন?

নসী। দেখ তোমার একদিকে সখ, আমার একদিকে সখ। আমি মনে করি কারুর তোয়াক্কা রাখব না; আর তুমি মনে কর বেস একটা সুন্দরী ছুঁড়ী হবে, সে তোমায় বলবে ভালবাসি, তুমি তাকে বলবে ভালবাসি; তোমার চাই লোক-জন, কেউ যদি না কাছে থাকে নিদেন একটা নসে পাগলা চাই। আর আমি কি চাইব তা খুঁজেই পাইনি।

অনাথ। নসীরাম তোমার কি সংসারে চাইবার কিছু নাই?

নসী। চাইবার মত জিনিস একটা দেখিয়ে দাও, পাই না পাই তবু একবার চাই। সব ভুয়ো, সব ভুয়ো, সব ভুয়ো! সুন্দরী ছুঁড়ী—পুড়ে ছাই হবে, লোকজন কোথায় যাবে তার ঠিকানা নাই, টাকাকড়ি—আজ বলছো তোমার, তোমার হাতথেকে গেলেই ওর, আবার ওর হাত থেকে গেলেই তার, না যদি খরচ কর তো দুহাতে দুমুটো ধুলো ধরনা কেন, বল এই আমার টাকা এই আমার টাকা। একটা জিনিসের মতন জিনিস দেখিয়ে দিতে পার তো চাই।

অনাথ। তুমি যে হরি হরি কর হরিকে চাওনা?

নসী। আর দূর—যে আমার জন্ত ঘুরে বেড়ায় তারে আবার চাব কি।

অনাথ। তুমি কি বল হরি তোমার জন্ত ঘুরে বেড়ায়?

নসী। বেটা ঘুরবেনা; আমি তো আমি—পশু পক্ষী কীট

পতঙ্গ সবার জন্ত ঘুরে বেড়ায়। কি খাবে, কোথায় থাকবে, আমি ওই মজা দেখে বেড়াই। খালি লুকোচুরী খেলছে—সকলেরই সামনাসামনি বেড়াচ্চে, সকলকে দিচ্চে, কিন্তু সবাই মনে করছে আমি বাগিয়ে নিলেম। তুমি যদি একবার দেখ তোমার নাচ তামাসা ভাল লাগবে না। ঘর ঘর পুতলোবাজী! তার ধরে নাচাচ্ছে আর নাচ্চে। তা তোমায় এক কথা বলি শোন, পাঁচজনের তোয়াক্কায় যদি ভাই ফের তো আমার সঙ্গে বনবেনা, আর যদি মজাদারি আমীরি চাও তো পায়ের ওপর পা দিয়ে আমার সঙ্গে বসে আমীরি কর।

অনাথ। নসীরাম এসব তোমায় কে শেখালে?

নসী। দেখেছি।

অনাথ। কি আশ্চর্য্য আমি রাজপুত্র হয়ে দিবানিশি জ্বলছি, আর তুমি ভিখারী তুমি নিশ্চিন্ত আছ।

নসী। এতো একটা আশ্চর্য্য দেখলে, অমন ঠাউরে দেখ তো আরও কত আশ্চর্য্য দেখতে পাবে, দেখে দেখে অরুচি ধরে যাবে।

অনাথ। আচ্ছা নসীরাম তোমায় যদি কেউ বন্দী করে?

নসী। বন্দী করে কি—করেছে, পাঁচ ভূতে করেছে; নইলে আমি রাজারাজড়ার বেটা এমন করে পড়ে থাকি। খালি উড়ুর বুড়ুর চুড়ুর—যেন কুপোর ভিতর ভূত পুরেছে।

অনাথ। তুমি রাজপুত্র?

নসী। তুমি কি বল হেংলা ঘরের ছেলে, তাহলে কেঙ্গলাপনা করে বেড়াতেম। আমার বাবার হুকুম না হলে গাছের পাতাটাও নড়েনা।

অনাথ। তবে তোমায় পাঁচভূতে বন্দী করেছে কেমন করে?

নসী। বাবা বেটা মাথাপাগলা, দিলে দিনকতক বন্দী করে। সখ, সখের ওপর কাজ! কে কথা কইবে—বাপু, তার যে সখ সেই ভাল, বুঝছনা সে যে কর্ত্তা।

অনাথ। নসীরাম তুমি আমার কাছথেকে যেওনা।

নসী। আমি যাবনা, তুমি না সরে যাও।

(মন্ত্রীর প্রবেশ।)

মন্ত্রী। কুমার আপনাকে মহারাজ ডাকছেন।

অনাথ। চলুন।

নসী। চল্লে যে?

অনাথ। মহারাজ ডাকছেন আমার উপায় তো নাই।

নসী। তাইতো বলি—তোমার কাছে থাকবো, এই হ্যান্ করবো, অমন লম্বাই চৌড়াই কর কেন? আর অমন করনা, কাণমলা খেয়ে চলে যাও, স্রোতের কুটো হয়ে পড়, যে দিকে নিয়ে যায়, যাও। বেস করে বুঝে দেখ, তোমার এক্তার কিছুই নাই, সবই হরির ইচ্ছা—যাও।

[অনাথ ও মন্ত্রীর প্রস্থান।

(সোণার প্রবেশ।)

সোণা। মুখপোড়া এইখানে ছিল গেল কোথা?

নসী। দেখ তুমি যদি হরিনাম কর আমি খানিক শুনি।

সোণা। হরিনাম তো করবোই, আগে মুখপোড়ার মুখে আগুন জেলে দিয়ে নিশ্চিন্দি হই।

নসী। ইস্ তো বেটীর ভারি তেজ! হরি তোর হাতছাড়া হতে পারবেনা। লক্ষ্মী সোণা তুমি একবার হরি বল, তোমার মুখে হরিনাম বড় মিষ্টি হবে, তোমার পায়েপড়ি বল।

সোণা। ওমা একি গো, ভাল হাড়জ্বালানে লোক ; বলছি বাবু—হরিবোল হরিবোল হরিবোল—এখন যাই ?

নসী। আচ্ছা, আবার যখন ইচ্ছায় হরি বলবে, আমায় শুনিও।

সোণা। হরি বলান তো হরি বলবো।

[প্রস্থান।

নসী। ও বেটী তুমি এমন সেয়ানা, তোমার হরির উপর ভার! ঠিক বুঝেছিস—সেই বেটার উপর সব ফেলে দে, আর তোর যা খুসি তাই করে বেড়া।

[প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

বিশ্রামগৃহ।

(রাজা ও কাপালিক।)

কাপা। অনিষ্ট আশঙ্কা নৃপ হেরি অতিশয়।
রাজ্যময় পড়েছে ঘোষণা,
পুত্রবধূ প্রতি তব মজিয়াছে মন।
প্রজার জীবনধন কুমার তোমার,
সৈন্ত ফেরে তাহার ইঙ্গিতে,

শঙ্কা হয় চিত্তে,
চারি ভিতে জ্বলিবে বিদ্রোহানল।
মহাবল পুত্র তব, শিক্ষিত সৈনিকদলে
প্রবেশিলে রণে, হবে দুর্নিবার,
শক্তি কারু না হইবে রোধিতে তাহারে,
তাই কহি ত্যজ এ বাসনা।

রাজা। শুন কহি করেছি যে সুকৌশল ;
আজি রাজ্যে করিব প্রচার,
সোণা নামে দূতী যে তোমার,
পাণি তারি করিব গ্রহণ,
তাহে এ সন্দেহ হবে দূর।

কাণা। একি কথা!
হবে তাহে ঘৃণার ভাজন,
সবে কবে মতিভ্রম জন্মেছে তোমার ;
পদচ্যুত করিয়া তোমায়,
কুমারে অর্পিবে সিংহাসন।
তাই কহি নাহি প্রয়োজন,
ছাড় বিরজায়।
কুমার যদ্যপি পুন মিলে তার সনে,
বোঝাব প্রজায় রাজপুত্র শত্রু অনুগত,
কেহ আর সাপক্ষ না হবে তার।

রাজা। বিরজায় কেমনে পাইব?

কাণা। কৌশল করিব পরে।
বৈরীভাবে কুমারে হেরিবে প্রজা,

বন্দী কর কিম্বা বধ প্রাণ,
তাহে কেহ না করিবে দোষারোপ।

রাজা। না না, এ নহে উপায় ;
প্রাণ যায় বিরজা বিহনে,
প্রাণের বারতা মম কুমারে জানাব,
প্রাণ ভিক্ষা লব,
মেগে লব বিরজারে।
পুত্র মম অতি সদাশয়,
বিরোধী না হবে তাহে ;
যাও তুমি আসিছে কুমার।

[কাপালিকের প্রস্থান।

(অনাথনাথের প্রবেশ)

শুন পুত্র, প্রাণ ভিক্ষামাগি তোর ঠাঁই !
মুগ্ধ প্রাণ বিরজার রূপের ছটায়,
নারীরত্ন আমারে কররে সমর্পণ।
নহে ইচ্ছা যদি,
নিজ হস্তে বধ এ জীবন।
প্রাণের মালিন্য মম করেছি প্রকাশ,
কহ বৎস যেবা তব হয় অভিলাষ।
যাবে প্রাণ বিরজা বিহনে,
হও যদি বাদী কহিনু নিশ্চয়,
পিতৃবধ লাগিবে তোমায়।
জেনো পুত্র, আমি আর নহিরে আমার,

বুঝহ ব্যাভার,
পিত্র হয়ে পুত্রে কেবা হেন বাক্য কহে ;
কর তুমি যথা অভিরুচি।

অনাথ। তুমি ইষ্ট তুমি শ্রেষ্ঠ সাক্ষাৎ বিধাতা,
অভিলাষ কর তুমি যার
সে মম জননী সম।
তুমি রাজা প্রজা আমি তব,
আজ্ঞা যেবা হবে সেই নিয়ম আমার,
কর দেব যথা অভিরুচি।

রাজা। লোকমুখে শুনি পুত্র ভয় গণি মনে,
প্রজাগণে তোমার কারণে বিরোধী হইবে মম।
শুনি সৈন্যদল বিদ্রোহ অনল
প্রজ্বলিত করিবে নগরে।
রাজ্যে সবে তব আজ্ঞা মানে,
বিশৃঙ্খল কর নিবারণ।

অনাথ। তুমি রাজ্যেশ্বর, রয়েছে নফর,
কার সাধ্য বাদী হবে তব।
তব ইচ্ছা যাহা কে রোধিবে তাহা,
কার আছে অধিকার।
বিশৃঙ্খল কভু নাহি হবে ;
কিন্তু এক ভিক্ষা পায় মাগি নররায়,
নফরে বিদায় দেহ।
শুন মতিমান করিব সন্ধান,
কেন নরে দেহ ধরে,

ভ্রম হয় মনে কিবা প্রয়োজনে ?
আসিয়াছি ধরাধামে,
পশুর সমান,
মানবের মরণ কি পরিণাম ?

রাজা। শুন পুত্র ত্যজ এ বিরাগ।
সিংহাসন রাজ্য ধন করিব অর্পণ,
রহিব বিরলে আমি বিরজারে লয়ে।
মম আশীর্ব্বাদে চিরসুখে যাবে দিন,
পিতৃঋণ হবে শোধ ;
আজি তোর পরাইব মুকুট মাথায়।
মন ফিরাতে না পারি,
তাই লাজ পরিহরি ভিক্ষা চাই তোর ঠাঁই।

অনাথ। চিরদিন হিত চিন্তা কর তুমি মম,
তবে কেন কর আজি অহিত কামনা ?
যাই পিতা, যদি থাকে স্নেহ,
বাধা নাহি দেহ,
বিজনে বসিয়া করিব হরির পদ ধ্যান।
যদি কভু হয় ভাগ্যোদয়,
পাই কভু দরশন,
সুধাইব তাঁরে ধরা কারাগারে
কেন আনি রাখেন মানবে ?
বাসনায় বাতুলের প্রায়,
সুখ আশে ভাসে আঁখিনীরে,
এ কেমন বিধান তোমার ?

(নসীরামের প্রবেশ)

নসী। তবেরে বেকুব, তার পাঁঠা সে যদি লেজের দিকে কাটে তোর কিরে! এ কেন, ও কেন, ওরে কৈফিয়েত দাও। তোমার বাপের খাতাঞ্জি কিনা; যাবি চলে যা, বাপের কাছে মায়াকান্না কাঁদতে এসেছেন।

রাজা। নসীরাম সব সময় পাগলামো ভাল লাগেনা।

অনাথ। এঁরে পাগল বলবেন না।

যে সুখ আশায় উন্মাদ মানবকুল,
অদ্ভুত বাতুল সেই সুখ ঠেলে পায়।
নাহি প্রয়োজন, স্বেচ্ছাচারী পবন যেমন,
ক্ষোভহীন আকাঙ্ক্ষা বর্জ্জিত,
হেন জন কখন কি দেখেছ ভূপাল?
বাঞ্ছিত এ উন্মত্ততা কার ভাগ্যে ঘটে!
পিতা,
উপদেশ পেয়েছি এ উন্মাদের ঠাঁই,
রাজ্য নাহি চাই,
চলে যাই—প্রণাম চরণে।

[অনাথের প্রস্থান।

রাজা। নসীরাম শোন শোন, দেখছি অনাথ তোমার কথা শোনে, তুমি ওরে শান্ত হতে বল, আমি ওরে রাজ্য দিচ্চি, রাজ্যপ্রান্তে নির্জ্জন কুটীরে অবস্থান কচ্চি, ওকে বল যেন কোন বিশৃঙ্খল না ঘটায়।

নসী। হাঁ ওর সাধ্যি কি বিশৃঙ্খল করে! সে শেক্‌লা শিকলি বাঁধা, যার পর যা, আমি অমন ঢের রাজপুত্র দেখলেম!

রাজা। নসীরাম তুমি ঠাণ্ডা কর, তুমি যা চাও তা দেব।

নসী। দেবে তো? এই কথা রইল; মনে করছো পাগলা বেটা ভুলে যাবে চাইবে না, আমি একদিন এসে চাইব।

[প্রস্থান।

রাজা। যা হবার হবে, প্রাণের চেয়ে কি আছে! আমি বিরজাকে নেব—স্বয়ং যুদ্ধ করবো, প্রাণ যায়, অধিক অনিষ্ট কি হবে, বিরজাকে না পেলে তো মৃত্যু!

(কাপালিকের প্রবেশ)

কাপা। মহারাজ উদ্বিগ্ন হবেন না, আমি সকল কথা শুনেছি। আমায় সকল ভার দিন, আমায় আপনার নামাঙ্কিত মোহর দিন, আপনি বিরজাকে লয়ে বিলাসভবনে থাকুন, আমি সব সুশৃঙ্খল কচ্চি।

রাজা। এস তাই হবে, তুমি যা জান কর; কুমারের অভিপ্রায় ভাল বুঝলেম না।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

ছায়া-কানন।

(অনাথ ও নসীরাম।)

অনাথ। প্রভু—গুরু—পতিতপাবন! দয়াময় আমায় বলে দিন হরি কোথায়—কোথায় তাঁর দর্শন পাব?

নসী। আরে বাঃ বাঃ বাঃ, ছিলেম বসে তুমি যে কতক-গুলো নাম দিয়ে ফেল্লে!

অনাথ। প্রভু বঞ্চনা করবেন না, আমি অজ্ঞান, আমায় জ্ঞানদৃষ্টি দিন, বলুন তিনি কোথায়?

নসী। দেখ, আমিও তোমার মতন জিজ্ঞাসা করে বেড়াতেম, তা শালারা বলতো কি জান—গোলোকে, আমর, গোলোক কোথারে বাপু! ভবলোক, তপলোক জনলোক, এই কতকগুলো লোক না বলে—বলে তার উপর—আমি কিছুই বুঝতে পারতেম না, তারপর একদিন এক জায়গায় কথা হচ্চে, প্রহ্লাদে বলে একটা ছোঁড়া ছিল সে অমনি দিন নাই দুপুর নাই হরি হরি করে ডাকতো আর হরি অমনি আসতো। আমি ঠাওরালেম আমিও সেই রকম হরি হরি করবো; হরি হরি করি আর চোক চেয়ে দেখি কেউ কোথাও নাই! আবার খাবার দাবার যোগাড় করতে হয় কিনা, এদিক ওদিক যাই; একদিন মনে কল্লেম আর খাবনা, বেটাকে খুব ডাকি; রাত দুপুরের সময় ধড়াতে ছানা চিনি আর কত কি তোরে বলবো—নিয়ে এসে বলে খা।

অনাথ। প্রভু আমি হরির দেখা পাব?

নসী। পাবি; সে ভেড়ের ভেড়ে একটা পাগলা, পরের ভাবনা ভেবেই মরে, যে আপনার ভাবনা ভাবেনা হরি তারই ভাবনা ভাবে।

অনাথ। প্রভু আমি অজ্ঞান আমায় বুঝিয়ে দিন; সকলেই তো আপনার ভাবনা ভাবে।

নসী। তা বাপু সেইটী ভাবতে পাবেনা, যতটুকু আপনার ভাবনা ভাববে সে ততটুকু তফাতে থাকবে।

অনাথ। প্রভু ভাবনা তো দূর হয় না।

নসী। আরে তুই যে মজা বুঝতে পাচ্চিসনি,—ক্রমে পারবি। কি জানিস যখন তোর জন্ত আর একজন ভাবছে তোর এত ভাবনার দরকার কি? এই বোঝনা কেন, যখন ছেলে ছিলি তুই মজা করে মাই খেতিস আর তোর মা মাগী ভেবে মরতো, আর এখন যদি না ভাবিস, হরি তোর জন্ত ভাববে; কিন্তু বাবা ভাবের ঘরে চুরি কোরনা, ঠিক ঠাক—কেউ কাটতে আসে ফিরে চাইবিনি, মজাসে হরিবোল হরিবোল করবি—হরি বেটার বাপের মাথাব্যথা তলোয়ার এসে ধরবে। তোরে বলছি কি প্রহ্লাদেকে আগুনে পোড়াতে গিয়েছিল হরি সেখানে গিয়ে তারে কোলে করে বসলো। বুঝেছি—তুই মনে করছিস কি জানিস—যদি না ধরে? না ধরে নাই ধরবে, এমন তো লোক মারা যাচ্চে, এমন নয় যে ফিকির করে কেউ বেঁচে আছে, তুইও না হয় মারা গেলি।

অনাথ। প্রভু মন কি স্থির হবে?

নসী। স্থির হবে, ও মন বেটার এক মজা দেখেছি, যদি রাতদিন হরিবোল বলা অভ্যাস করিস, তাহলে মন বেটা হরি হরিই করবে; যখন এটা সেটা ভাবনা আসবে তখনই তুই হরি হরি করবি, তখন ভাবনা শালা পালাবার পথ পাবেনা; আমার তো ভাই এই হয়েছিল।

অনাথ। প্রভু পদধূলি দিন আপনার কথায় আমার ভরসা হচ্চে।

নসী। ও ভয় ভরসা দুশালাই শত্রু! তোর ভয়েও কাজ নাই, ভরসায়ও কাজ নাই, আর কথায়ও কাজ নাই। আয় হরি হরি করি—হরিবোল হরিবোল হরিবোল!

অনাথ। হরিবোল হরিবোল হরিবোল!

(শম্ভুনাথের প্রবেশ)

শম্ভু। রাজকুমার আসুন।

অনাথ। কোথায় যাব?

নসী। কাজ কি তোর মাথা ব্যথায়, যেখানে হোক নিয়ে যাকনা, তুই হরি হরি করতে করতে যা।

অনাথ। প্রভু প্রণাম।

নসী। আমিও তোকে প্রণাম করি, যে হরি হরি করে তাকে আমি প্রণাম করি।

অনাথ। প্রভু করেন কি, এতে যে আমার অপরাধ হয়—

নসী। আ—গেল যা, যার যা ইচ্ছা করুকনা, তুই কেন হরি হরি করনা।

অনাথ। গুরু যে আজ্ঞা—হরিবোল হরিবোল হরিবোল!

শম্ভু। কুমার আসুন।

[অনাথ ও শম্ভুনাথের প্রস্থান।

(মাধুলী ও বিরজার প্রবেশ)

মাধুলী। আপনি বলতে পারেন, কুমারকে কোথায় নিয়ে গেল?

নসী। তোমার কুমারের তোয়াক্কা যে রাখে তাকে জিজ্ঞেস করগে, সেই হরিকে জিজ্ঞেস করগে।

বিরজা। হরি কে?

নসী। যে ওই কুমারের তোয়াক্কা রাখে।

বিরজা। আমি তো তাঁকে চিনিনি।

নসী। না চেন আমি কি করবো বল; কিন্তু চিনলেই চিনতে পার, একবার মন খুলে জিজ্ঞেস করলেই হয়—হরি কে তুমি?

মাধুলী। ও সেই পাগল, ও বলচে ভগবানকে জিজ্ঞেস কর।

নসী। আ—গেল যা, আমি ভগবানকে জিজ্ঞেস করতে বলছি আমি হলেম পাগল—আর তোরা একটা মানুষকে জিজ্ঞেস করছিস যার চোক বুজলেই অন্ধকার—আর তোরা হলি ভাল; সত্যি তামাসা করছিনি, তুই হরিকে জিজ্ঞেস করিসনা সব বলবে।

মাধুলী। হরির কোথা দেখা পাব বল যে জিজ্ঞেস করবো।

নসী। আ—গেল যা, এই একজনের সঙ্গে ব্যাড় ব্যাড় করে বকলেম আবার ওর সঙ্গে বকি; যেদিন হরিকে খুঁজবি সেইদিন হরি এসেই বলে দেবে কোথায় তাঁর দেখা পাবি; এখন যাকে খুঁজতে যাচ্চিস যা।

মাধুলী। আমরা রাজকুমারকে খুঁজচি।

নসী। তা আমার কি।

বিরজা। আপনি তো রাজবাড়ী যান, আমায় তত্ত্ব যেনে দিতে পারেন?

নসী। আমি কিছুই পারিনি।

[প্রস্থান।

বিরজা। সখি কি উপায় করি—রাজকুমারের সন্ধান কিরূপে পাই? আমার মনে মনে বড় অনিষ্ট আশঙ্কা হচ্চে।

মাধুলী। দেখ এদিকে সেই স্বামিজী আসছে, যে রক্ষীরা রাজকুমারকে নিয়ে গিয়েছিল তার একজন এর সঙ্গে, একটু আড়ালে দাঁড়াই ওরা কি বলে শুনি। (উভয়ের অন্তরালে গমন)

(শম্ভুনাথ ও কাপালিকের প্রবেশ)

কাপা। কি—সন্ধান করে দেখলে যে বিরজা সেথায় নাই?

শম্ভু। সে খালিবাড়ী কেউ সেখানে নাই।

কাপা। রক্ষকেরা কি বল্লে?

শম্ভু। একটা স্ত্রীলোক আসে যায় এই মাত্র।

কাপা। কে সে স্ত্রীলোক?

শম্ভু। তা তারা জানেনা।

কাপা। তবে সে সেই স্ত্রীলোকের দ্বারাই ষড়যন্ত্র করে পালিয়েছে, কে সে স্ত্রীলোক সন্ধান কর।

শম্ভু। সকলে বলে সেই স্ত্রীলোকের সঙ্গে রাজার বিবাহ হবে।

কাপা। অ্যাঁ সোণা নাকি! রাজা তো প্রচার করেছে সোণার সঙ্গে তাঁর বে হবে; সোণা বেটী কি কিছু ষড়যন্ত্র করেছে নাকি—রাজকুমারকে আমার আশ্রমে রেখে এসেছ?

শম্ভু। আজ্ঞা সে খবর তো আপনাকে পাঠিয়ে দিয়েছি, দুজন রক্ষী সেখানে আছে, তিনি আর পালাতে পারবেন না।

কাপা। শম্ভুনাথ সন্ধান করে তুমি এদুটো মেয়েকে ধর, তাহলেই তোমাকে আমি চেলা করবো, বেশীদূর তারা যেতে পারেনি চতুর্দ্দিকে লোক পাঠাও; আমিও ঢেঁড়রা পিটে দিচ্চি।

শম্ভু। তাদের তো আমি চিনিনি।

কাপা। একজন পরমাসুন্দরী, অমন সুন্দরী কথনও দেখনি। যাও সন্ধান কর, কি হয় আমার আশ্রমে খবর দিও।

শম্ভু। যে আজ্ঞা।

[প্রস্থান।

কাপা। ইস ছুবেটী হাত ছাড়া হয়ে গেল। সিংহাসন তো নিশ্চয় পাব, প্রামন্ত ভার পেয়েছি। এখন কোন সুযোগে রাজাকে বধ করতে পারলেই হয়। ভাল কথা, আমার লোকের দ্বারা বন্দী করে প্রকাশ করে দিই যে ব্যামো হয়েছে; না খেতে দিয়ে মেরে ফেলবো, প্রজারা দেখবে জীর্ণ শীর্ণ হয়ে মরেছে। আর কুমারকে তো আজ রাত্রে বলি দেব। আমার একটা বড় দোষ হয়েছে মদ খেয়ে ঘুমিয়ে সব মনের কথা বলে ফেলি, সোণা বেটী কতক কতক শুনেছে, তা এ ষড়যন্ত্র সে বেটী কি বুঝতে পারবে।

[প্রস্থান।

(বিরজা ও মাধুলীর পুনঃ প্রবেশ)

বিরজা। মন্দ অভিসন্ধি ধরে পাষণ্ড দুর্জ্জন,
সন্দেহ নাহিক কিছু তায়।
শুনিলে কুমার বন্দী আছে ওর ঘরে,
কিরূপে উদ্ধার করি—
হায় সখি অদ্ভুত ধাতার বিড়ম্বনা!
যেই জন করে মম মঙ্গল কামনা,
অমঙ্গল পদে পদে তার।
আমি কালভুজঙ্গিনী,
লো সঙ্গিনি,
যে আমারে সাদরে হৃদয়ে ধরে,
দংশে তার করি প্রাণনাশ;
যথা আমি তথা হাহাকার,
একি বিধি বিধাতার!

মগধে লো ছিলাম যখন,
জ্বলিল সমরানল,
রাজা প্রজা সকলে বিকল,
বিশৃঙ্খল সমুদায়।
এসেছি হেথায়,
রাজ্য যুড়ি পূর্ণ অত্যাচার করিছে বিহার।
দেব সম রাজার কুমার
বদ্ধ আজি পাষণ্ডের ছলে।
ভূপতির জন্মিল দুর্ম্মতি,
হের সখি তোমার দুর্গতি;
অলক্ষণা কে আছে এমন আর,
বুঝি সখি কৃতান্ত শঙ্কায়
নাহি করে আমারে স্মরণ!
ঝাঁপ দিই যদি শুকাইবে নদী,
যদি সই চিতায় প্রবেশি,
উত্তাপ হারাবে হুতাশন,
বিষধর দংশন ভুলিবে,
ক্ষুধাতুর ব্যাঘ্র ফিরে যাবে,
দুর্গম কান্তার স্থান নাহি দিবে মোরে,
এত ছিল এছার কপালে!

মাধুলী। সখি বিলাপের নহে এ সময়,
প্রাণপতি বিষম বিপদে,
চল সতী তাহার নিকটে,
পত্নী হয় সঙ্কটে সঙ্গিনী।

নসীরাম ।

শুন ধনি,

এ রোদনে ফল কিবা হবে ;

যথা পতি চল আশুগতি,

যদি কোন না হয় উপায়,

তাঁর যেই গতি

সে দশায় রবে দুইজনে,

অধিক কি হবে আর ।

বিরজা । কপট সন্ন্যাসী কোথা পেতেছে নিবাস,

চল তত্ত্ব লয়ে যাই তথা,

বল বুদ্ধি সকলি আমার তুমি ।

[উভয়ের প্রস্থান ।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক ।

কাপালিকের গৃহ ।

(অনাথনাথ ও সৈনিকদ্বয় ।)

অনাথ । দুর্দ্দম এ মন মানেনা বারণ,

চিন্তানলে জ্বলে—

তবু পতঙ্গের প্রায়

ঝাঁপ দেয় অনল শিখায় ।

হরি হরি হরি—

একি কোনমতে ফিরাতে না পারি,

যাক মন যায় যেই দিকে,

রসনায় হরি গুণ করি গান ।

হরি হরি হরি—
কোথা হরি ?
হেরি মন-নেত্রে প্রতিমূর্ত্তি তার।
মম শক্তি নাই হরিনাম গাই !
গুরু গুরু এস দয়া করে,
দেহ বল,
হরিনাম গাইব কেবল।
এস গুরু বল হরি হরি,
হরিনাম শুনুক অধম।
ধায় মন বারণ সমান,
বারণ না মানে।
হরি হরি হরি !

(ভূতনাথ, শম্ভুনাথ ও সোণার প্রবেশ)

ভূত। আচ্ছা তোমরা এখন গড়ে যাও।

[সৈনিকদ্বয়ের প্রস্থান।

শম্ভু। সত্যি বলছো ?

সোণা। সত্যি না তো কি মিছে, তুমিও যেমন ও বুড়ো বিটকেলকে কি আমার ভাল লাগে।

ভূত। তুমি আমায় দয়া কর।

শম্ভু। কি—আমার সঙ্গে আগে কথা হয়ে গিয়েছে।

সোণা। আগু পাছু নাই, আমার এক নিয়ম আছে, এই মদের কলসী নাও, এই দুটো পাত্র নাও, যে বেশী খাবে আমি তার হবো।

ভূত। আচ্ছা লাগে।

সোণা। তোমরা মদ খাও আমি গান করি।

(গীত)

মদমত্ত মাতঙ্গিনী উলঙ্গিনী নেচে ধায়।
নিবিড় কুন্তলদল বিজড়িত পায় পায় ॥
নখরে অরুণ ছোটে, পদচিহ্নে পদ্ম ফোটে,
মকরন্দ-গন্ধ-অন্ধ ভৃঙ্গবৃন্দ গুঞ্জি ধায় ॥
অট্টহাস্য অবিরত, তড়িত প্রকট কত,
উজ্জ্বল ঝলকে আলো কাল বরণ ঘটায় ॥

(মত্ত হইয়া ভূতনাথের পতন।)

শম্ভু। এই দেখ, চাঁদ এশালা কুপোকাৎ।

সোণা। ও তোমার চেয়ে তিনপাত্র বেশী খেয়েছে আমি গুণেছি।

শম্ভু। আমি ওর চেয়ে ছ-পাত্র বেশী খাব—দেখ।

সোণা। তাহলেই তোমার।

শম্ভু। বেশ, তুমি কাছে এস। (পতন)

সোণা। (অনাথের প্রতি) বাবা এই বেলা পালাও।

অনাথ। হরিবোল হরিবোল হরিবোল।

সোণা। বাবা আমার কথা শোনো পালাও, না হলে তুমি প্রাণে মারা যাবে।

অনাথ। মা একে আমি মন স্থির করতে পাচ্ছিনি আবার বিড়ম্বনার উপর বিড়ম্বনা কেন?

সোণা। বাবা শোন, তোমায় এখনই নরবলি দেবে, ও দুরন্ত কাপালিক।

অনাথ। মা যদি হরির ইচ্ছা হয় আমি নিবারণ করবো কি করে! গুরু প্রভু এস, তুমি আমার হয়ে হরিনাম কর আমি পাচ্চিনি।

সোণা। কি হবে, এখনি যে সে আসবে; রাজপুত্র কথা শোন, তোমার বাপ তোমার শত্রু, এ কাপালিক তোমায় নরবলি দেবে, সিদ্ধ হবার জন্য নরবলি দেবে, প্রাণরক্ষার চেষ্টা কর।

অনাথ। মা কোথায় যাব? মৃত্যু ভয় নাই এমন স্থান কোথায় পাব! মৃত্যু তো আছেই সে ভয় করিনা, আক্ষেপ এ জীবনে হরিনাম করা হলোনা।

(মাধুরী ও বিরজার গান করিতে করিতে প্রবেশ)

হরি বলা হোলনা।
বাসনা নয়তো বশে, বোঝেনা আশার ছলনা॥
রসনা থাকতে বশে, মন রসনা নামের রসে,
ফিরবেনা হায় দিন বয়ে যায় বৃথা অলসে—
ভবসিন্ধু মাঝে বিষম ঢেউ,
দীনবন্ধু বিনা সেথা বন্ধু নাইরে কেউ,
একা ভেকা চেয়ে রবি কে পারে নেবে বলনা;
পাবে চরণ-তরী বল হরি হরিবোল ভুলনা॥

অনন্ত। আহা আহা! কে তাই তোমরা? আবার গাও আমি শুনি।

সোণা। এ আবার কি পাপ এল, সেই মুখপোড়া এ মাগী ছুটোকে দেখতে পাঠিয়েছে নাকি? কে তোরা—বেরিয়ে যা।

মাধুলী। মা আমরা ভিখারী ভিক্ষা চাই।

সোণা। এখন যাও ভিক্ষা পাবেনা।

বিরজা। অন্ন ভিক্ষা হেতু মাগো আসিনি হেথায়,
ভিক্ষা তব পায় দেহ এই নৃপতি কুমারে,
মম প্রাণপতি মতি গতি ও চরণে,
ভিক্ষা দেহ প্রাণধনে।
মাগো আমি বড়ই দুখিনী,
আমার কারণ রাজপুত্র এ দশায়;
সঙ্গিনী আমার,
অট্টালিকা করি পরিহার,
ভ্রমে ভিখারিণী বেশে।
তুমি নারী বোঝ মা নারীর ব্যথা;
হে জননী দেহ দান পূরাও বাসনা,
লয়ে যাই জীবনসর্ব্বস্ব মম।

সোণা। অ্যাঁ কে তুমি, তুমি কি বিরজা?

বিরজা। হাঁ মা, সেই অভাগিনী পতি কাঙ্গালিনী।
মনে হয় শুনি তব স্বর,
কারাগার মুক্ত দাসী তোমার প্রসাদে,
এ ঘোর বিষাদে কর মোরে পরিত্রাণ।

সোণা। মা তোমার পতিকে লয়ে যাও, শীঘ্র লয়ে যাও,

সে দুরন্ত কাপালিক এখনই আসবে, তোমার পতিকে নরবলি দেবে তার কামনা; তুমি সাবধানে থেকো, তোমারিও ধর্ম্ম-নষ্টের চেষ্টায় ফিরচে, যাও শীঘ্র তোমার স্বামীকে নিয়ে যাও।

বিরজা। এস প্রাণনাথ এস হৃদয় ঈশ্বর,
থেকনা এ কারাগারে আর;
চল যাই দুইজনে বিজন প্রদেশে,
নাহি যথা নরের আবাস—
রব বনে বাঁধিয়া কুটীর,
ব্যাঘ্র ভল্লুকের সনে করিব মিত্রতা;
চল নাথ,
শীঘ্র যাই প্রতারণা নাই যথা।
কি ভাবিছ লোচন মুদিয়ে—
দেখ চেয়ে দাসী তব ধরে পায়,
এস নাথ! বিলম্বে বিপদ হবে।

অনাথ। কে তুমি—কেন হরিনামে বাধা দাও।

বিরজা। আমি দাসী—বিরজা।

অনাথ। তুমি জননী আমার।
তব প্রেম বাসনা পিতার,
মাতৃসম মানি তোমা।
যাও মাতা হেথা তব কিবা প্রয়োজন।

বিরজা। প্রভু কারে কি বলছেন, আমি বিরজা—আপনার দাসী।

অনাথ। তুমি রাজরাণী রাজার গৃহিণী,
জননী আমার।

বিরজা। হা বিধাত—এত ছিল তোর মনে! (মূর্চ্ছা)

মাধুরী। সখি সখি—একি!

উতলার নহেত সময়,

উঠ আসন্ন বিপদ,

এখনই আসিবে সেই কপট সন্ন্যাসী,

ভাব লো রূপসী,

পর পর্শে কি দশা ঘটিবে।

হে কুমার, একি তব ব্যবহার—

মজালে বালায় মজিলে আপনি,

বিনাদোষে ঠেল পায় অবলায়!

ছি ছি হায়, এই কি উচিত আচরণ,

অকারণ কেন প্রাণ দাও,

পত্নীরে মজাও!

অনাথ। একি বিঘ্ন—

গুরুদেব কোথা তুমি,

হরি হরি হরি!

সোণা। ও বাছা সর্ব্বনাশ হলো. ওই পোড়ারমুখো আসছে, আমি যা বলি সায় দিয়ে যেও ভয় পেওনা।

(কাপালিকে প্রবেশ)

কাপা। সোণা এরা কারা?

সোণা। এরা দুজন ভিখারী।

কাপা। দেখি দেখি—না—এ পড়ে কে? বাঃ বাঃ যা চাই তা ঘরে বসে পাই, তবেরে বেটী ভিখারী!

সোণা। তোর তো খুব ঠাওর—আমি দেখছিলেম্ তুই বুঝতে পারিস কি—কি; আর এ ছুঁড়ী কে জানিস? যাকে আমার সঙ্গে ওকে আনতে পাঠিয়েছিলি, যে তোমার বড় বিশ্বাসী! দুজনে বড় করে ভিখারী সেজে পালাচ্ছিল, পড়বি তো পড় আমার চখে।

কাপা। তবেরে বেটী আমার সঙ্গে দাগাবাজী! বেটী তাই তোমার অত পায়ে ধরে কান্না—আমি মনে করলেম বেটী ভালমানুষ—তোমার পেটে পেটে এত!

অনাথ। হরি হরি হরি, এখানে বড় বিঘ্ন! এস্থলে মন স্থির থাকেনা। (গমনোদ্যত)

কাপা। কোথা যাও—বোস তুমি বন্দী।

অনাথ। প্রাণের মমতা কেন ছাড় অকারণ!
কেন মোরে কর নিবারণ,
যাব ছাড় পথ,
বিরলে করিব আমি হরিপদ ধ্যান।

কাপা। রক্ষী রক্ষী ধর—একি!

সোণা। আ মলো মুখপোড়ারা চুরি করে মদ খেয়েছে, আমি কি সবদিক দেখতে পারি, এদিকে সামলাবো না ওদিকে দেখবো।

অনাথ। আরে ভণ্ড তপস্বী দুর্জ্জন—
নিবারণ কর মোর গতি! (কাপালিককে আক্রমণ)

মাধুলী। কুমার, ও আপনাকে নরবলি দেবার জন্য এনেছে, ও কালীর নিকট আপনাকে বলি দিয়ে সিদ্ধ হবে, ওকে ছাড়বেন না বধ করুন।

অনাথ। কহ শীঘ্র থাকে যদি প্রাণের মমতা,
কেন চাহ বধিতে আমায় ?
কহ সত্য,
মিথ্যা যদি কহ লব প্রাণ।

কাপা। না কুমার, ও দুশ্চারিণী ওর কথা শুনবেন না, রাজা আপনাকে বধ করবার আজ্ঞা দিয়াছেন, আমি এনে লুকিয়ে আপনাকে রেখেছি, বাইরে গেলে রাজদূতেরা ধৃত করবে সেই জন্য আপনাকে যেতে দিচ্চিনি।

মাধুলী। কুমার আমার কথা শুনুন এ ভণ্ড তপস্বী, ও মনে করেছে যে আপনাকে বলি দিলে দেবী ওর প্রতি প্রসন্ন হবেন, আপনি কি শোনেননি যে কাপালিকেরা সিদ্ধ হবার জন্য নরবলি দেয়, সত্য মিথ্যা ওর সঙ্গিনীকে জিজ্ঞাসা করুন।

সোণা। বজ্জাত ছুঁড়ী এত মিথ্যা কথা! কুমারকে ও প্রাণের মতন ভালবাসে।

অনাথ। একি সত্য ?

কাপা। না কুমার, ও ব্যিচারিণী—মিথ্যাবাদী।

মাধুলী। কুমার, কাপালিকের কথায় ভুলবেন না, ও আপনাকে বধ করবে।

অনাথ। কেন মিছে করিছ গোপন,
মাংসপিণ্ডে যদি তব থাকে প্রয়োজন,
দেহ বলি, সিদ্ধ হোক অভীষ্ট তোমার ;
জাননা কি প্রাণের মমতা নাহি রাখি !
উঠ—চল, কোথা তব দেবী—
ইচ্ছায় দিতেছি প্রাণ বলি।

অন্তকালে বুঝিব এ মনে,
কারু প্রয়োজনে লাগিল এ কলেবর,
চল চল বধ্যভূমে।
এই হেতু কেন এত প্রতারণা!
স্মরি হরি ত্যজিব জীবন,
দেহে আর নাহি আকিঞ্চন মম,
ফুরায়েছে জীবনের সাধ।

কাপা। হে কুমার ভয়ে কথা রেখেছি গোপন।
তুমি সদাশয়,
দেবীপদে অর্পিলে জীবন,
কৈলাসে পাইবে স্থান।
পূর্ণ হবে বাসনা আমার,
পাব আমি ইষ্টদেবী দরশন,
যেবা হয় কর মতিমান।

অনাথ। চল কোথা তব প্রয়োজন।

কাপা। তুমি বলবান,
যদি বলির সময় হও অক্ষমন,
প্রাণ নাহি দেহ বিসর্জ্জন,
উৎসর্গ করিয়া যদি নাহি দিই বলি,
হবে জীবনের তপস্যা বিফল।
যদি কৃপা করে পরহ বন্ধন,
তবে হয় প্রত্যয় আমার।

অনাথ। বাঁধ মোরে—
হরি হরি দেখা দিও চরম সময়।

কাপা। (অনাথকে বন্ধন করতঃ) সোণা এইবার তুই আয়।

সোণা। আমি কোথা যাব, এরা যদি পালায়? আমি রইলেম।

কাপা। হাঁ হাঁ ঠিক ঠিক, তুই থাক।

[অনাথ ও কাপালিকের প্রস্থান।

সোণা। তোমার সখীকে তোল বড় বিপদ!

মাধুলী। বিরজা ওঠ, পতির জীবন সংশয় প্রকৃতিস্থ হও।

বিরজা। কি বল!

মাধুলী। বলিবার সময় নাই ওঠ।

বিরজা। (উত্থান করিয়া) কি বলছো, কুমার কোথায়?

সোণা। যা বলছে দেখতে পাবে; যদি সাহস থাকে এস আমার সাহায্য কর, নয় পালাও। এরা শত্রুর অনুচর সুরাপানে অচেতন হয়ে আছে, চেতন হলে সর্ব্বনাশ হবে।

ভূত। কি বাবা সোণামণি বাঁধছো কেন চাঁদ?

শম্ভু। তো শালাকে নরবলি দেবে; শালা আমার সঙ্গে— সোণা আমার তা জানিস!

ভূত। না বাবা গুরুজী কেটনা, আমি তোমার সোণাকে চাইনি চলে যাচ্চি।

[ভূতনাথের গড়াইতে গড়াইতে প্রস্থান।

শম্ভু। যাচ্চ কোথা শালা—সোণামণি আমার হাত খুলে দাও, আমি শালাকে ধরে আনছি—ধর শালাকে—

[শম্ভুনাথের গড়াইতে গড়াইতে প্রস্থান।

সোণা। ওদের গাছের সঙ্গে বাঁধতে হবে, তা নইলে পালাবে।

বিরজা। মা, কুমার কোথায়?

সোণা। দেখবে এস—সাহস কর।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

কালী-মন্দির।

(কাপালিক ও অনাথনাথ।)

কাপা। মা ভবানি! আমায় যা স্বপ্ন দিয়েছিলে আমি তাই কচ্চি। প্রেমিক রাজপুত্রকে বলি দিচ্চি, পদ্মিনী-কন্থার ধর্ম্ম-নষ্ট কচ্চি, এবার কিন্তু মা আমায় রাজা করতে হবে।

অনাথ। হরি দীনবন্ধু হরি একবার দেখা দাও, এ চরম সময় একবার দেখা দাও! কৈ এলেনা? আহা এ সময় যদি একবার গুরুদর্শন পেতেম। মা ভৈরবি! বড় আশায় তোমার পদে মস্তক অর্পণ কচ্চি, মা শুনেছি তোমার পূজা করে ব্রজাঙ্গনারা হরিকে পেয়েছিল, দেখো মা দয়াময়ী আমার পূজা বিফল না হয়! মাগো তোমার পদে অন্য বাসনা নাই, একবার সেই রাঙ্গাচরণ দেখবো এইমাত্র প্রার্থনা! মা ত্রিতাপহারিণী, তাপিতকে মনোমত বর দাও!

কাপা। এস এই হাড়িকাটে মস্তক দাও।

অনাথ। আমায় যে বেঁধে রেখেছ, আমি তো নড়তে পাচ্চিনি।

কাপা। এস গড়িয়ে গড়িয়ে এস। তুমি বড় ভাগ্যবান্; মাংসপিণ্ড শরীর ভৈরবীর পূজা হবে, করালবদনী তোমার রুধির পান করবেন। মা পূজা নাও—জয়মা—(খড়্গ উত্তোলন)

(বিরজা ও মাধুলীর সহিত সোণার প্রবেশ এবং অস্ত্র খড়্গ দ্বারা কাপালিককে আঘাত করণ)

কাপা। ওঃ! (পতন)

সোণা। বিরজা! তোমার পতির বন্ধন মুক্ত করে লয়ে যাও, যাও বিরজা আর দেরি করোনা বন্ধন খুলে দাও। আমি অপবিত্র হস্তে পবিত্র রাজকুমারকে স্পর্শ করবো না। সোণা সোণা তোরে সকলেই ঘৃণা করেছে, সকলেই পায়ে ঠেলেছে, কেউ কখন তোকে মা বলেনি, এই রাজকুমার তোকে মা বলেছে। সোণা তোর শুষ্ক স্তনে ক্ষীর এসেছে। সোণা মা কথা কি মিষ্টি; আমায় মা বলেছে, রাজকুমার আমার মা বলেছে! সোণা তুই তোর বেটাকে বাঁচালি, তোর কাজ ফুরিয়েছে। বাবা আর একবার মা বলে যাও। মা ভৈরবি তোমাকেও বলি থেকে বঞ্চিত করবো না, একজনের পরিবর্ত্তে দুজনের শোণিত পান কর। (স্বীয় প্রাণবধে খড়্গোত্তোলন)

(নসীরামের প্রবেশ)

নসী। আরে থাম থাম থাম! (দেবী উদ্দেশে) বাঃ বাঃ খুব নাচ নাচাচ্চিস! দেতো তোর তলোয়ারখানা—ও মাগী কত খেলা খেলবি যে মনে করেছিলি এরই মধ্যে মরবি—দেখ ধার রাখিসনি ধার রাখিসনি সব শোধ করে যা।

সোণা। বেস বলেছিস পাগলা—মরবোনা মরবোনা মরবোনা, এখনও বাকী আছে, আমি সব শোধ দিয়ে যাব। পাগলা তুই কি আমার মনের কথা টের পাস? যদি ভালবাসতে পারতেম তো তোকে ভালবাসতেম।

নসী। দেখ অত জাঁক করিসনি, ভালবাসতেম বল্‌ছিস কি, ভালবাসিস।

সোণা। দূর মুখপোড়া, জানিসনি আমার প্রাণ মরুভূমি।

নসী। আবার হরিনামে জল বয়ে যাবে।

সোণা। তোর মুখে আগুন, তোর হরির মুখে আগুন। আমার কাজ আছে, আমার কাজ আছে।

কাপা। ওঃ! প্রাণ যায়—জল।

সোণা। এখনও মরিসনি—এই মর। (মারিতে উদ্যত)

নসী। আরে না না, ও আগে হরি বলুক তবে মরবে। ওরে জল দে জল দে, জল খা আর হরি বল।

কাপা। না না—আমায়—জল—দাও।

নসী। হরি বল আর জল খা, হরি বল আর জল খা; ওরে ও ছুঁড়ীরা তোরাও হরি বলনা।

অনাথ। গুরু প্রভু!

নসী। কেও তুমি হেথা? দেখলে—তোমায় তো কাটতে নিয়ে এসেছিল—দেখ হরি তোমার ভাবনা ভেবেছে, এই মাগী বেটীকে খেপিয়েছে। এখন আমার কথায় বিশ্বাস হলো? যা চলে যা—নির্জ্জনে বসে হরিকে ডাকগে যা।

অনাথ। প্রভু গুরু অধমের মস্তকে পা দিন।

নসী। এই নে, আর ঘ্যান ঘ্যান করিসনি সময় বয়ে যায়, যাবি তো যা নইলে চল্লেম। বল হরিবোল হরিবোল হরিবোল! ওরে ও ছুঁড়ীরা তোরাও বলনা হরিবোল হরিবোল হরিবোল!

অনাথ। প্রভু যে আজ্ঞা—হরিবোল হরিবোল হরিবোল!

[অনাথের প্রস্থান।

কাপা। জল—

নসী। জল খাবি তো হরি বল।

কাপা। হরি—বলছি—জল—দাও। (মৃত্যু)

নসী। দেখলি কি বরাত, হরি বলে মলো! ওর আর বরাত কি সকলই হরির ইচ্ছা, কি বলিস? তোরা সেই জিজ্ঞেস কচ্চিলিনি হরি কোথায়? আমি তোদের বলছি, তোরা একবার হরিনাম কর। আ গেল যা চুপ করে রইলি যে—তুই তো মনে করেছিস মরবি, তা কেন জীয়ন্তে মরা হ'না, হরিনামে মরা হ'না, বল হরিবোল হরিবোল হরিবোল—

সকলে। হরিবোল হরিবোল হরিবোল!

নসী। কেমন প্রাণ ঠাণ্ডা হচ্চে? হরিনামে কেমন মজা দেখলি, জীয়ন্তে মরা হ', হরিনামে মরা হ'।

বিরজা। প্রভু আমি যেখানে যাই সেইখানেই সর্ব্বনাশ, আমার জীবনে ফল কি!

নসী। দেখ সব দিন সমান যায়না, আজ সর্ব্বনাশ কাল তুই যেখানে যাবি সেখানে আনন্দ! একবার হরিনামে মাত দেখিন—ছিঃ তোমার সোণাপানা মুখখানা পেঁচার মত হয়ে রয়েছে কেন?

সোণা। দ্যাখ পোড়ারমুখো আমার কীর্ত্তি দেখেছিস, আমার সঙ্গে লাগিসনি।

নসী। তবে রে পাজী বেটী তোর বাবার কীর্ত্তি! তোর সাধ্যি কি তুই মারিস—এই তলোয়ার নে দেখি আমায় মার দেখি, যার কাজ সেই কচ্চে, তুই বল হরি হরি। তোরাও হরি হরি বল।

সোণা। দূর হোক মুখপোড়ার কাছে থাকবো না।

[সোণার প্রস্থান।

বিরজা। প্রভু আমি অভাগিনী, আমি মহাপাতকী, রাজকুমারকে সন্ন্যাসী করেছি।

নসী। করেছিস করেছিস ; অমন ঢের মহাপাতকী দেখেছি, হরিনাম করলে আর পাপ থাকতে হয় না ; নাম করলে প্রাণ ঠাণ্ডা হয় আর পাপ কিসের রে! তোরা গাইতে পারিস? একটা হরিগুণ গা দেখি, কেমন পাপ আমি দেখি। কেমন মা হরিনাম করলে পাপ থাকে? ঐ দেখ মা বলছে—না।

বিরজা। প্রভু আমায় পায়ে রাখুন আমি বড় তাপিত!

নসী। আ মলো, আমার পায়ে ধচ্চিস কেন? ঐ রাজকুমারের কাছে শিখলি বুঝি—আমি নসে পাগলা, আমার পায়ে ধরে কি হবে। গা না হরিগুণ গা—তোরা দুজনেই গা। ঐ মা বলছে হরিনাম শুনবে, মা বেটী বড় হরিনামের কাঙ্গাল রে ; গা গা প্রাণ ঠাণ্ডা হয়ে যাবে, যদি মিছে হয় তো আর কখনও হরিনাম করিসনি। কেমন মা প্রাণ ঠাণ্ডা হবেনা? হুঁ—ঐ দেখ।

(বিরজা ও মাধুলীর গীত)

দিয়া ভাই করতালি, বদনভরে হরি বলি।
নামে শ্যাম আসবে ধেয়ে,
বাঁকা হয়ে বাজাবে মোহন মুরলী ॥
হরিনামে মাত ওরে প্রাণ, আনন্দে উঠবে তুফান,
প্রেম-লহরে ভাসিবে অভিমান ;—
শমনকে দিয়ে ফাঁকি হরিবলে নেচে চলি ॥

নসী। কেমন ঠাণ্ডা হলো—হরিনামে মরা হ'।

বিরজা। প্রভু শিখিয়ে দিন।

নসী। ওর আর শেখাশেখি কি—সোজা। বাঁচার নাম জো পাঁচটা দেখা, পাঁচটা কাজ করা; তোরা কিছুই করবিনি খালি হরি হরি করবি বুঝেছিস? মজায় থাকবি বড় প্রাণের আরামে থাকবি।

বিরজা। প্রভু আমার মতন পাতকীকে হরি দয়া করবেন!

নসী। দয়া কিরে—তাঁর ওই কাজ, তাঁর একটা নাম হলো পতিতপাবন; যে আপনাকে পতিত ভাবে হরি তার পেছনে পেছনে ফেরে; হরিগুণ গেয়ে বেড়া হরি সঙ্গে সঙ্গে ফিরবে, আমি চল্লেম।

[নসীরামের প্রস্থান।

মাধুরী। সখি কোথায় যাবে?

বিরজা। যেথানে দুচোক যায়, পারি যদি এই পাগলের মতন পাগল হব।

মাধুরী। আমিও দেখি যদি জীয়ন্তে মরা হতে পারি।

[উভয়ের প্রস্থান।

(শববাহকগণ ও সোণার প্রবেশ)

সোণা। এই দিকে আয় নিয়ে চল, সৎকার করবো, মুখে আগুন দি, এদিকে নিশ্চিন্দি হই—তারপর—

১ম বাহক। একি—এ যে খুনী লাস!

সোণা। ঐ বিল্বিপত্র খুঁড়ে দেখ টাকার ঘড়া দেখ, আর কি চাস? এ তোদের।

২য় বাহক। ওরে ঢের টাকা!

সোণা। সর্ব্বনাশি নরবলি তো খেয়েছ, চল এখন তোমায় জলে ফেলে দিয়ে আসি, সোণা তোমার পূজা করতে পারবে না।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

রাজসভা।

(নসীরাম ও সোণা।)

নসী। ওরে শোন শোন তোর নাম কি?

সোণা। কেনরে পাগলা আমার নামে দরকার কি?

নসী। তোরে নিয়ে ঘর করতে হবে আর নামটা জেনে নেবনা।

সোণা। আ-মর মুখপোড়া, তুই আমায় নিয়ে ঘর করবি কিরে?

নসী। তা জানিসনি তোর জন্যে আমার বড় মন টানছে, তোকে ছেড়ে আমি যেতে পারবো না।

সোণা। কেনরে পাগলা আমায় ছেড়ে যেতে পারবিনি কেন?

নসী। মনের মানুষ পেলে কি কেউ ছেড়ে দেয়, বলনা তোর নাম কি বলনা?

সোণা। আমার নাম সোণা। আমি তোর মনের মানুষ হলেম কেমন কোরে?

নসী। সেই যে সেদিন থেকে, সেই যেদিন হরি বলেছিলি। তোর বড় জোরের হরি বলারে, হরিবোল সবই মিষ্টি, যে ভয়ে ভয়ে হরি বলে সেও মিষ্টি, কিন্তু যে হরির তোয়াক্কা না রেখে হরিবলে তার আমি পায়ে ঘুরি।

সোণা। ঘুরিস এখন, এখন যা রাজা আসছে।

নসী। রাজা দেখে তুই ভুলগে যা, আমি তোকে দেখে ভুলে আছি।

সোণা। আ-মর ন্যাকরা করিস নাকি।

নসী। আচ্ছা থাক, তোমায় আমি বাগিয়ে নিচ্চি তবে আমার নাম নসে। মনে করেছ আমায় ফাঁকি দেবে সে যো নাই নসে পায়ে ধরা, তোর পায়ে পড়বো।

(রাজার প্রবেশ)

রাজা। কি সোণা কি হলো?

সোণা। আজ ব্রত শেষ হয়েছে, আজই বিয়ে হবে।

রাজা। কি রকম—আমার উপর তুই মন দেখলি কেমন?

সোণা। তা খুব, কিন্তু তাকে বিরজা বলে ডাকতে পাবেন না।

রাজা। কি বলে ডাকবো?

সোণা। ওই সোণা; তার বড় ভয় যদি তারে আপনি লোকনিন্দায় ত্যাগ করেন।

রাজা। আমি তোমায় সব বলেছি, আমি সকলকে আসতে বলেছি—সকলকার সামনে বলবো।

সোণা। সে বলে কি জানেন—বলে, আমায় রাজার যেন মনে ধরেছে, সভার লোক যদি বিশ্রী বলে?

রাজা। তা বলুক, যা বলে বলুকগে আমি বিরজার,।

সোণা। ওই দেখুন আপনি বিরজা বলছেন।

রাজা। তবে কি বলবো?

সোণা। বলুন আমি সোণার—সোণা আমার।

নসী। আমি সোণার—সোণা আমার।

সোণা। ও পাগলা মড়া এখানে কি করে?

নসী। তোমার জন্য ঘোরে।

রাজা। সোণা তুমি আমার কনে জুটিয়ে দিচ্ছ—দেখ আমি তোমার বর জুটিয়েছি।

সোণা। যেমন দেবেন তেমনি পাবেন।

রাজা। কেন তোমার পছন্দ হবেনা নাকি?

নসী। আমার তো খুব পছন্দ!

রাজা। এস নসীরাম এদিকে এস, তোমার হাতে হাতে সঁপে দিই এস।

নসী। দিনতো মহারাজ দিনতো—মাগী বড় গ্যাদারে!

সোণা। মহারাজ হাতে হাতে সঁপে দিচ্চেন—আপনার সোণাকে না নেয়।

রাজা। সে সোণা কোথায় পাবে, সে আমার হৃদয়-কক্ষে চাবি দেওয়া থাকবে।

নসী। চাবি দিয়ে কোথায় রাখবে—বস্ত্র আঁটুনী ফশ্‌কা গেরো—আমি নেবো।

রাজা। ইস—নসীরাম আজ যে বড় প্রেমিক হয়েছ!

নসী। হবনা—দেখেই লোকে শেখে, রোজ পিরিত দেখছি আর শিখবো না।

রাজা। সোণা দেরি হতে লাগলো—যাও।

সোণা। আপনি সবাইকে ডাকান, সে তো আপনার হাতেই আছে।

রাজা। সকলে এল বলে—তুমি যাও।

সোণা। আমি যাচ্চি, সহচরীদের সঙ্গে তাকে পাঠিয়ে দিইগে, আপনি বলে রাখবেন কেউ কিছু না নিন্দা করে।

রাজা। তুমি ওই কথা একশবারই বলছো কেন—যাওনা।

সোণা। আমি কি বলছি, সোণা যেমন বলে তাই বলি।

নসী। এটী মহারাজ ঠিক বলেছে—যেমন বলাচ্চে তেমনি বলছে।

রাজা। তবে তুমি সভায় নিয়ে এস।

সোণা। আচ্ছা আমি চল্লেম।

[সোণার প্রস্থান।

নসী। ও সোণা আমায় পায়ে ঠেলে যেওনা, আমি তোমার জন্যই ঘুরছি—গেলে—যাও, আবার আসতে হবে।

(মন্ত্রীর প্রবেশ)

মন্ত্রী। মহারাজ একি সর্ব্বনাশ করেছেন—সোণাকে বিবাহ করবেন নাকি?

রাজা। তোমার অত তত্ত্বের প্রয়োজন নাই, আমি রাজা, আমার আজ্ঞামত কার্য্য কর।

মন্ত্রী। মহারাজ ওই কুৎসিতার প্রতি আপনি কেন অনুরাগী হলেন?

রাজা। আমার ইচ্ছা।

নসী। তা বইকি—যার যাতে মন।

(সভাসদ্‌গণের প্রবেশ)

সভাসদ্‌। মহারাজ অপরাধ মার্জ্জনা হয়, যা শুনছি একি সত্য ?

রাজা। হাঁ সত্যই শুনেছ, আমি সোণাকে বিবাহ করবো।

(পরিচারিকা সমভিব্যাহারে অবগুণ্ঠনবতী সোণার প্রবেশ)

রাজা। এস প্রিয়ে এই সিংহাসনে বস।

সোণা। (ছদ্ম-স্বরে) প্রাণনাথ আমি সভাজনকে ভয় করি।

রাজা। প্রিয়ে তোমার ভয় কি, তুমি আমার হৃদয়েশ্বরী! সভাজনকে একবার তোমার চন্দ্রবদন দেখাও, তাহলে সকলে বুঝতে পারবে যে কি নারীরত্ন আমি গৃহে এনেছি।

সোণা। এঁরা যদি আমার রূপ দেখে নিন্দা করেন, তখন আপনি কি ত্যাগ করবেন ?

রাজা। প্রিয়ে কেন বার বার একথা বলছো ?

সোণা। প্রাণনাথ মালা পর (মাল্য দান) দেখবেন পায়ে ঠেলবেন না।

রাজা। আমি শপথ করছি তুমি আমার জীবনসঙ্গিনী! আজ হতে তুমি রাজ্যেশ্বরী। তোমার আজ্ঞায় রাজ্য চলবে, আমি তোমার দাস মাত্র। সভাসদ্‌ সকলে শোনো—মন্ত্রী শোনো—আজ হতে রাজ্য আমার প্রিয়ার নামে, এই রাজদণ্ড হাতে দিলেম। কি কেউ কথা কচ্চোনা যে ?

মন্ত্রী। মহারাজ আমরা রাজভৃত্য, আমাদের কথার অধিকার কি, আপনার যেরূপ আজ্ঞা তাই হবে।

রাজা। প্রিয়ে অবগুণ্ঠন খোল, সভার সকলে তোমার চন্দ্রবদন দেখুক।

সোণা। প্রাণেশ্বর—এই যে ঘোমটা খুলেছি।

রাজা। একি—তুই কে?

সোণা। তোমার প্রাণপ্রিয়ে সোণা।

রাজা। কালামুখী দূর হ'।

সোণা। হৃদয়েশ্বর প্রাণনাথ, আপনার শপথ ভুলবেন না, আপনি তো বলেছেন দাসীকে কখনও ত্যাগ করবেন না।

রাজা। কি এ আমি কি স্বপ্ন দেখছি!

সোণা। হৃদয়েশ্বর, যে আপনার পুত্রবধূর প্রতি কাম-কটাক্ষ করে, যে আপনার পুত্রকে সন্ন্যাসী করে, যে আপনার বংশধরকে দুরন্ত কাপালিকের করে বধের নিমিত্ত অর্পণ করে, হৃদয়েশ্বর, তার দশা আর কি হয়ে থাকে? আমায় কুৎসিতা বলে ঘৃণা করছেন—আমি বাহ্যিক কুৎসিত, কিন্তু আপনার অন্তর কত কুৎসিত একবার বিবেচনা করে দেখুন; আমিই তোমার যোগ্যা নারী, আমায় বধ করতে চান করুন, কিন্তু এ কলঙ্ক আপনার ঘুচবে না। ধিক্! সতীর সতীত্ব নষ্ট করার নাম কি ধর্ম্ম! জানেন না, জগজ্জননী শিবানী সতীর আদর্শ! যিনি পতিনিন্দা শুনে দক্ষযজ্ঞে প্রাণত্যাগ করেছিলেন, তিনি সতীর সতীত্ব নাশে প্রসন্না হবেন এই কি আপনার ধারণা! যদি মনুষ্যত্ব দূর না হয়ে থাকে, যদি নিতান্ত মোহান্ধ না হ'ন, একটু বিবেচনা করে দেখলে বুঝতে পারবেন যে এত দিন ধর্ম্ম করেন নাই কেবল কাপালিকের কুপরামর্শে কামবৃত্তি তৃপ্তি করেছেন। জগদীশ্বরী আপনার উপর বিরূপা। সভাস্থ সকলেই শুনুন,—দুরন্ত কাপালিকের ছলে আমার সতীত্ব নষ্ট হয়, এই মূঢ় রাজার নিকট আবেদন করি, ইনি কাপালিকের পক্ষ হয়ে

আমার আবেদন উপেক্ষা করেন, আজ আমি তার প্রতিশোধ নিয়েছি।

রাজা। ধিক্ আমায়!

[প্রস্থান।

সোণা। প্রাণেশ্বর কোথায় যাও—দাসীকে ফেলে কোথায় যাও—তুমি পায়ে ঠেলবে ঠেল আমি তোমায় ছাড়বো না।

[প্রস্থান।

নসী। ও সোণা কোথায় যাও—তুমি যে আমার প্রাণ কেড়ে নিয়েছ, তুমি একবার আমায় নাম শুনিয়ে যাও।

[প্রস্থান।

মন্ত্রী। সকলে স্বস্থানে যাও, এ কথা না আর আন্দোলন হয়।

সভাসদ। মন্ত্রী মহাশয় কা'র মুখ বন্ধ করবেন।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

নদীতীর।

(রাজা।)

রাজা। কেন আর এ ভববন্ধন,
এ জীবনে ফল কিবা আর!
ছি ছি ঘৃণা ধরেনা হৃদয়ে,
রাজা হয়ে কত আর সহে,
প্রস্তর বাঁধিয়া গলে পশিব সলিলে,
যেন দেহ নাহি পায় কেহ।

ধিক্—মরিলে কি যাবে অপমান!
আরে কাম—
বুঝি নাই এতদিন তোর প্রতারণা,
বন্ধু হয়ে রহ তুমি দেহে,
পরিণাম দুরন্ত এমন!
ছি ছি ছাড়িলাম পুত্রের মমতা,
কলঙ্কে না করিলাম ভয়,
রাজ্যেশ্বর—হইলাম বেশ্যার ঘৃণিত,
আর সব কত,
যথা যাব হাসিবে সকলে,
কবে এই কাম-অন্ধ দুরাচার;
ছি ছি গেল মান প্রাণ তো গেলনা!
আর কেন,
প্রস্তর বাঁধিয়া গলে ঝাঁপ দিই জলে।

(নসীরামের প্রবেশ)

নসী। ছিঃ ছিঃ ছিঃ মোরনা মোরনা মোরনা, মানব জন্ম পেলে হরিসাধন হলোনা এখন কি মরতে আছে। চল হরিবলে চল, এদিক তো দেখে নিলে, মরা তো আছেই—একবার ওদিক দেখে নাও, তখন আর মরতে চাইবে না, তখন মনে হবে জন্ম জন্ম মানব দেহ ধরি আর হরিসাধন করি; এমনি মিষ্টি নাম! হরি বল প্রাণের জ্বালা থাকবে না। মরতে তো হবেই তেড়ে ফুড়ে মরা কেন!

রাজা। নসীরাম আর আমি এ কালামুখ দেখাব না।

নসী। না দেখাও বেশতো নির্জ্জনে বসে হরিনাম কর।

তুমি অত ভাবছ কেন, মাগীতে সকলকেই কাণে পাক দে নিয়ে বেড়ায়, মাগীর জন্য সকলেই উন্মত্ত, তুমি কেবল ধরা পড়েছ। তোমায় একটা চুপি চুপি কথা বলি শোন—রাজা যুধিষ্ঠির ঠাকুরকে বলেছিলেন যে চিরযৌবনা কুন্তীকে দেখে তাঁরও মন চঞ্চল হয়েছিল। তুমি কি মনে কর এ ইন্দ্রিয়গুলো কম, ওরা আপনার আপনার কাজ করেছে, তোমায় ভুলিয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে, এখন ওই বেটাদের জব্দ করে হরিনাম কর।

রাজা। ছি ছি কি লজ্জা—কি ঘৃণা!

নসী। হরি বল তখন বলবে কি আনন্দ! বল দেখি হরি বল,—হরি লজ্জা নিবারণ, হরি বল তোমার লজ্জা থাকবে না। ঠেকে তো শিখেছ, এখন সংসারের মুখে ছাই দিয়ে হরির দোহাই দাও। মরে কি হবে, হরিনাম তো কোত্তে পাবেনা। আমি মনে করি চিরকাল বেঁচে থাকি আর হরি হরি করি। শোন হরি লজ্জা নিবারণ।

রাজা। আমার এ দারুণ লজ্জা কে নিবারণ করবে! আমি আর সমাজে মুখ দেখাব না, আত্মহত্যাই আমার উচিত পরিণাম।

নসী। আচ্ছা হরি বল তার পর মরো এখন। রাজা মনে করে দেখ তুমি বলেছিলে রাজ্যে যদি গোলযোগ না হয় আমি যা চাব তাই দেবে, মনে কর যখন তোমার ব্যামো আরাম করি তখনও তুমি বলেছিলে যা চাব তাই দেবে, এখন আমায় দাও আমি ভুলিনি।

রাজা। তুমি কি চাও?

নসী। আমি তোমার মনটী চাই, তোমার মনটী নে আমি হরিনাম শিখাই।

রাজা। তোমার কথা শুনে আমার লজ্জাহীন মুখে হাসি আসে।

নসী। বেশতো হাসতে কাঁদতে তো এসেছ, হরিগুণ গাও খানিক হাস খানিক কাঁদ।

রাজা। নসীরাম তুমি কে—তুমি তো আমায় ঘৃণা করনা!

নসী। আমি তোমায় ঘৃণা করবো কেমন করে, আমি যে তোমারই মতন ইন্দ্রিয়দাস। দেখ দুর্ল্ভ নরজন্ম পেয়েছি হরিনামে অনুরাগ হলোনা, তাই তোমায় হরিনাম করতে সাধি; তোমার মুখে হরিনাম শুনে যদি হরিনাম করতে সাধ হয়। বল হরি বল আর মিছে সময় কাটিওনা, মিছে কাজে অনেক দিন গিয়েছে, বল ভাই হরি বল।

রাজা। হরিবোল হরিবোল হরিবোল—হরি কি আমায় পায় রাখবেন!

নসী। তোমার কাজ তুমি কর তাঁর কাজ তিনি করবেন, হরি না পায়ে রাখলে রাজা তোমার কি সাধ্য যে তুমি হরি বল, হরিই তোমায় হরি বলাচ্ছেন—বল হরি বল।

রাজা। হরিবোল হরিবোল হরিবোল!

নসী। নাম নিয়ে কি প্রাণ শীতল হচ্চে না? তোমার প্রাণে প্রাণে হরি বলছেন না যে হরিনাম কর তোর লজ্জা নিবারণ করবো। ওই শোন, ওই আমার হরি বলছেন, "কেরে তাপিত আয় আমার কোলে আয় আমি তোর তাপ দূর করবো," চল হরি বলে নেচে চল—বিষয় সুখে জলাঞ্জলি দিয়ে হরি বলে ধেয়ে এস—হরি বল ভাই, নসেপাগলাকে কৃতার্থ কর!

রাজা। নসীরাম তুমি আমায় পায়ে স্থান দাও, তুমিই আমার হরি।

নসী। ছিঃ ছিঃ কুকুরকে ঠাকুর বলোনা, আমি হরির দাস—আ-মর নসে, সে যে মস্ত কথারে—হরির দাস, তার দাস তার দাস—ও নসে সেও যে একটা মস্ত কথারে—আমি একটা নসেপাগলা। তোমার মনটী আমায় দাও ভাই তা নইলে তুমি মিথ্যাবাদী হবে।

রাজা। আমি তো মন দিতে জানিনা তুমি নাও।

নসী। তবে হরি বল, হরি বলে চলে যাও, নির্জ্জনে গে হরিকে ডাক।

রাজা। কোথায় যাব?

নসী। যেখানে হরি নিয়ে যান।

রাজা। সেই ভাল—হরিবোল হরিবোল হরিবোল!

[প্রস্থান।

নসী। ও নসে সর্ব্বনেশে তুই আবার কি করবি? সেই মাগীটের ওপর মন পড়েছে—আ-মর তোর এত মাথা ব্যথা কিসের রে! আমার খুসি তোর কি।

(সোণার প্রবেশ)

সোণা। আমি এখন কোথায় যাই, পোড়ারমুখো ছিল এক রকম—এখানে বসেই খানিক গাই।

নসী। চুপ চুপ—শীকার জুটেছে।

(সোণার গীত।)

ভাতারকে পূরে গালে উঠলো কাক-ধ্বজ রথে।
সরে যা সর্ব্বনাশী আসবে এই পথে॥

কুলো হাতে কালামুখী সিঁদূর মুচেছে,
ছিল হেলা-গোলা ভাঙ্গড় ভোলা সেটা ঘুচেছে,
ছারকপালীর এমনি নোলা সকল রুচেছে ;
নয়তো সোজা যায়না বোঝা, চলে রাঁড়ী কি স্রোতে ॥
ধোঁয়ার মতন আঁধার-বরণ কায়,
তেল বিনে চুল রুক্ষ হয়ে হাওয়ায় উড়ে যায়,
নাম শুনে যম ভয়েতে পালায় ;
খাবে কার মাথা এবার ফিরবেনা তো কথাতে ॥

নসী। সোণামণি চাঁদবদনী! একবার চাঁদমুখে হরি বলনা।

সোণা। দূর পোড়ারমুখো পাগলা।

নসী। আচ্ছা আমায় আর ছুটো গাল দাও দিয়ে হরি বল।

সোণা। মর মুখপোড়া আমি হরি বলি আর নাই বলি তোর অত মাথা ব্যথা কেনরে ?

নসী। তোর যে ভাই আমি পিরিতে পড়েছি।

সোণা। যা—আমি হরি বলবো না।

নসী। মাথা খাও বল, উপরোধে ঢেঁকী গেলে উপরোধে না হয় হরি বল্লে।

সোণা। তুই মড়া অমন কচ্চিস কেন ? হরি বলে আমার কি হবে, আমি আবার হরিনাম করবো ; আমায় বেশ্যা কল্লে কে—সেই হরি না আর কেউ ; আমায় মদ খাওয়ালে কে—সেই হরি না আর কেউ ; আমায় অনাথিনী কল্লে কে—সেই হরি না আর কেউ ; আমায় নরঘাতিনী কল্লে কে—সেই হরি

না আর কেউ; কালামুখো সেই হরির নাম করতে আমায় বলিস, তোর সক পড়ে থাকে তুই হরিনাম করগে যা।

নসী। আচ্ছা আমি হরিনাম করি তুই শোন।

সোণা। না আমি তাও শুনবোনা।

নসী। শোন ভাই তোর পায়ে পড়ি।

সোণা। দেখ মুখপোড়া তোর নাক কাণ আমি নখ দে ছিঁড়ে দেব, তুই কেন বল দেখি আমায় কাঁদাস। শোন পোড়ারমুখো, কেউ আমায় কখন যত্ন করেনি তুই যদি যত্ন করবি তোর মুখে আমি নুড়ো জ্বেলে দেব।

নসী। নুড়ো জ্বেলে দিবি দে আমি কিন্তু তোর পায়ে ধরবো ভাই।

সোণা। আচ্ছা আমি হরি বলছি তুই চলে যা, তুই আর আমার কাছে আসবিনি বল।

নসী। আচ্ছা আসবো না, তুই যদি রোজ হরি বলিস তো আসবো না, কিন্তু দেখিস যেদিন না হরি বলবি সেই দিনই নসে আসবে। দেখ সোণা তোকে আমি বড় ভালবাসি, এ ভব-সমুদ্রে তোকে ছেড়ে আমি যেতে পাচ্চিনি।

সোণা। দেখ মড়া আমার কান্না পাচ্চে যা কিন্তু—

নসী। তা কাঁদনা ভাই, কত রাধারাণী কেঁদেছে তা জানিস? পিরিত করলেই কাঁদতে হয়, তোতে আমাতে পিরিত হচ্চে একটু কাঁদবিনি, এই দেখ তোর জন্য আমি কাঁদি।

সোণা। ছারকপালে আমি চল্লেম।

নসী। না ভাই একটী হরিনাম গেয়ে যাও তা নৈলে আমি ছাড়বো না—তুমি ঢের গান জান।

সোণা। ছাড় ছাড়।

নসী। গাও।

সোণা। আচ্ছা গাচ্চি।

(গীত)

যাব সই আনতে বারি কোরনা মানা।
লজ্জা পেলে ডুবেবো জলে তাকি জাননা॥
বলে সই কলঙ্কিনী, নইলো তাতে বিষাদিনী,
কৃষ্ণ প্রেমে রাই আমোদিনী ;—
আমার ধরাসনে গুণমণি লাজে কি বাধে বলনা॥

নসী। এই দেখ তুইও কাঁদছিস আমিও কাঁদছি।

সোণা। কাঁদগে যা মুখপোড়া।

[প্রস্থান।

নসী। নসে তোরে ছাড়বে না সোণা—

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

পর্ব্বত-প্রদেশ।

(বিরজা ও মাধুলীর প্রবেশ)

বিরজা। শুন প্রাণ সই
বোধ মানে কৈ পোড়া মন।
ভাবি বংশীধারী—কুমারে নেহারি,
কভু হেরি

বাঁধা করে করে, দেবীর আগারে,
কাপালিক খড়্গ করে উত্তোলন ;
মনে পড়ে—
বিরস বদন ভূপতি সদন
প্রাণ ভিক্ষা মাগে অধীনীর ;
অমনি স্বজনি
দুনয়নে শতধারে বহে নীর—
আপনা পাসরি ভুলে যাই হরি,
ধৈর্য্য ধরি কিসে বল সই ;
আত্মহারা হই—
যেন আমি আমি নই।
দেখিতে কুমারে বড় মনে হয় সাধ ;
যত দিন সে সাধ না পূরে,
সত্য কহি তোরে হরি পদ নাহি চাই
গুরুর চরণ নিত্য করিলো স্মরণ,
যাচি পায়.
করুণায় বারেক দেখাও তাঁরে।
হায় সখি রাজার নন্দন,
কভু দুখ না জানে কেমন,
নির্ব্বাসন আমা হেতু !
ধূমকেতু আমি লো স্বজনি,
যথা যাই অনর্থ ঘটাই তথা !
আত্ম-গঞ্জনায় প্রাণ জ্বলে যায় ;
যদি কভু দেখা তাঁর পাই,

পায়ে ধরে বুঝাই স্বজনি,
আমি চির অধীনী তাঁহার,
ধ্যানে জ্ঞানে শয়নে স্বপনে
অন্য কারে কভু নাহি দিছি স্থান।

মাধুলী। সখি বৃথা কেন গঞ্জ আপনায়?
কি দোষ তোমার—লিপি বিধাতার,
যা হবার হয়ে গেছে।
তব মন বিগলিত প্রেমে,
কেন মিছে ভাবলো ললনে;
সখী কি আর করিবে
যতই ভাবিবে বাড়িবে লো জ্বালা তত।
গুরু পদে মতি করি নত,
এস যাই করি হরিনাম।
কাঞ্চন ভূষণে,
হের ঊষা হাসে লো গগনে,
গায় পাখীকুল—
আকুল হরির প্রেমে,
কুসুম বিকাশে প্রকাশে মহিমা তাঁর;
চল সখি যাই—
ঘরে ঘরে হরিগুণ গাই,
জুড়াই মরম-হুতাশন।
রাখ হরি পদে মতি,
শুনলো যুবতি
অবশ্য মিটিবে সাধ,

কামনা পারেনা স্থান হৃদে।
গুরু আজ্ঞা মত,
পর্ব্বত প্রদেশে এস করি হরি নাম,
হরি প্রেমে মাতুক শিখরবাসী।
শুনি ধ্বনি প্রতিধ্বনি
শত মুখে গাবে হরিনাম,
জুড়াইবে প্রাণ
বেদনা জানাব হরিপদে!

বিরজা। সখি—হরি কি কাঁদায় অবলায়!
ব্রজেশ্বরী প্যারী আহা মরি মরি,
শতবর্ষ লুটিল ধূলায়;
বিবশা গোপিকা হাহাকার ধ্বনি
তুলিল গগন পথে;
বিরহ-বিধুরা যত গোপের ললনা,
শোকে নিমগনা,
স্মরি হরি কাঁদিল দিবস যামি;
নয়ন সলিলে বাড়িল যমুনা,
তবুতো এলনা নিঠুর সে কালাচাঁদ!
যাঁর কৃষ্ণ পদে মতি তাঁর এই গতি—
আমি কৃষ্ণ-ভক্তিহীনা
কেমনে পূরিবে সাধ!
নাহি সই অধিক বাসনা—
বারেক দেখিব,
বলে যাব আমি অপরাধী তাঁর পায়,

অধীনী ভাবিয়া কেন করেন মার্জ্জনা;
নহে মম সাধন হবেনা,
বঞ্চিত রহিব হরি প্রেমে।
চল যাই নাম গাই ঘরে ঘরে।

(গীত)

মরি হায় ব্রজের মাঝে।
বাজায় বেণু নাচে ধেনু কানু চলে গোঠে,
দেয় করতালি রাখাল মেলি আনন্দরোল ওঠে,
হেরে হায় রাখাল রাজে ॥
গোপিনী উন্মাদিনী আকুল বেণী ছোটে,
বাঁকা শ্যাম রাখাল সাজে ॥
খেলে হেলে দুলে শিখি পাখা তরুণ অরুণ লোটে,
ঊষা মলিন লাজে ॥
হেরে চরণকমল চায় শতদল কাননে ফুল ফোটে,
আমোদে ভ্রমর গাজে ॥

(পাহাড়ীয়া পুরুষগণের প্রবেশ)

১ম পা। আরে সে দুটা মাগী আয়েছেরে সে দুটা মাগী আয়েছে।

২য় পা। আরে মাদল লিয়ে আয় মাদল লিয়ে আয়, আরে দাঁড়া মাগীরা বাঁকা শ্যামের গান গাই আয়।

পাহাড়ীয়াগণের— (গীত)

বাঁকা শ্যাম বাজায় বাঁশী।
চল্‌রে চল্ যাবে চলে উঁকি দিয়ে দেখে আসি ॥
বাঁকা শ্যাম নেচে চলে, বন্‌ফুলের মালা দোলে,
বাঁশীতে রাধা নাম বোলে ;
আঁখ্‌ঠারে বল্‌তো কারে, রাঙা ঠোঁটে মুচকী হাসি ॥

১ম পা। বলি হাঁরে মাগী তোদের হরিনাম দিলে কে ? এ যে বড় মিঠে নামরে—যেন মদরে !

বিরজা। ভাই গুরু দিয়াছেন।

১ম পা। সে মিনষে—না তোর মত মাগী ? আমাদের হেথা আর একটা মিনষে আছে হরিনাম না বল্লে খায়না, চল তার কাছে যাবি ? তোরা যেমন নাচিস—হরি বলে সেও রে নাচে, আমরা বি উয়ার ঠাঁই নাচতে শিখেছি।

বিরজা। কোথায় তিনি ?

১ম পা। ওই দেখ্ খেপা আসছে।

(অনাথনাথ ও পাহাড়ীয়া বালকগণের প্রবেশ)

১ম বা। ও খেপা খা তবে হরি বলবো, নেইতো সাতদিন আসবো না, তুই হরিনাম শুনতে পাবিনা।

২য় বা। ওরে হরি বল নইলে কথাবি কইবে না।

১ম বা। না ভাই সেই গান গাই আয়।

বালকগণের— (গীত)

খেলি ছুটাছুটী, আয় ধূলায় লুটী,
হরি আয় আয় আয়রে।

তুই এমন কেমন, নাই খেলাতে মন,
বেলা যায় যায় যায়রে ॥
হাতে তালি দিয়ে, তোরে মাঝে নিয়ে,
নাচবো থিয়ে থিয়ে ;
তুই নাচবি যত, বনফুল দিব তত,
বাঁশী বাজাবি দাঁড়াবি পায় পায় পায়রে ॥

মাধুলী। সখি দেখ হরি তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেছেন, ওই দেখ হরিপ্রেমে উন্মত্ত কুমার।

বিরজা। দেখ সই প্রাণ ফেটে যায়,
দেখ দেখ ধূলায় লুটায়,
ধূলি ধূসরিত কায় নৃপতি নন্দন,
ছি ছি এত ছিল এ ছার কপালে !
চলে গেলে
হ'ত সাধ দিই বুক পেতে।
দেখ পথে পথে ভ্রমে ক্ষিপ্ত প্রায়,
হায় সখি এ বেদনা সব কত !
চল যাই হরিপ্রেম পদে ভিক্ষা চাই,
হই সই উন্মত্ত উঁহার মত ;
ওঁর মত ধূলায় লুটাই,
শূন্য পানে চাই,
ভেসে যাই হরিপ্রেমনীরে,
তবে যদি যায় এ যাতনা।

২য় পা। ওরে কি বলছিস রে, তোদের দেশের মানুষ না? আরে কথা কয়না, চেয়েবিথায়না, খালি বলে—ভাই হরিবোল।

অনাথ। ভাই হরি বল ভাই হরি বল!

সকলে। হরিবোল হরিবোল হরিবোল!

বিরজা। হে প্রেমিকপুরুষ দাসীকে হরিভক্তি দিন।

অনাথ। হরিপ্রিয়ে আমায় অপরাধী করবেন না, আমি হরিভক্তি কোথায় পাব, কৃপা করে আপনারা আমায় হরিভক্তি দিন।

হায় হায় হরিনামে না জন্মিল অনুরাগ,
দিন গেল হরিনাম এলনা বদনে!
গাও হরিনাম—
শ্রীমুখে শুনিতে মম সাধ,
হরিনামে মনের মালিন্য কর দূর,
পদরজ দেহ এই অধমের শিরে।
হরি হরি কৃপা কর,
দেহ নামে অনুরাগ,
ভব মাঝে ভুলে আছি ও অভয় নাম,
কৃপাময় করুণায় শিখাও আমায়।
হরিনাম গাই জীবন জুড়াই,
হরি বলে লুটী ভূমিতলে,
অঙ্গে মাখি ভক্ত-পদরজ,
ভক্ত-পদ-সরসিজ ধরি বক্ষোপরে,
ভক্তের বদনে শুনি নাম;
গুণধাম—

বাম আর হয়োনা হে অভাগার প্রতি।
ওরে ভাই কে আছ বান্ধব,
কর হরি নামোৎসব,
হরিনাম গাও জুড়াও তাপিত প্রাণ!

১ম পা। হরিনাম শুনবি? ওরে মাগী গানা, আমরাবি গাই, দেখনা মিনষে কাঁদছে।

সকলে— (গীত)

বাজা মাদল বোল হরিবোল,
নাম শুনে মন মেতে ওঠে।
পাথরে জল ঝরে ভাই শুকনো ডালে কলি ফোটে॥
মজে যা হরিনাম রটা, দেখবি আমোদের ঘটা,
পায়ে ঠেলে যাবি দিন কটা;
গহ্বরে গোঠে মাঠে, নামে যাক গগন ফেটে,
নাই যমের শঙ্কা বাজাও ডঙ্কা হরি বল একচোটে॥

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

গিরিগুহা সম্মুখ।

(রাজা।)

রাজা। গগন তপন সলিল পবন
তরু মেরু বিহঙ্গম
হরিগুণ গায় সবে।
পাতা মরমরি বলে কোথা হরি,
হরিময় ত্রিভুবন,
এ সুধার হরিনামে বিরত অধম !
বসিয়া গহ্বরে—
প্রাণ ধায় সিংহাসনে ;
কত ওঠে মনে
মনে পড়ে সুকুমার নন্দনে আমার,
মনে পড়ে বিরজায়,
মনে জাগে সকলি আমার।
চঞ্চল অনিল সম ভ্রমে মন মম,
স্থির নহে তিলেকের তরে।
বুঝি এ জনমে
হরিনাম হোলনা সাধন।

ভেবে কিবা হবে—
হরি হরি—মন নিবারিতে নারি,
কি করি—কোথা সে বাতুল ?
দেখা পেলে,
তাঁর ঠাঁই শিখি পুনঃ হরিনাম।
নামে রুচি নাই,
আর কতদিন রবে প্রাণ দেহে—
এ যন্ত্রণা কতদিনে হবে দূর !
যাই—
দেখি পুনঃ পারি যদি করি হরিনাম।
হে গহন-বিহঙ্গম,
হরিনাম শিখাও আমায়।
এস হরি দয়া করি দেহ পদাশ্রয়,
তোমা বিনে অধমের কেবা আছে আর,
মম আঁধার সংসার !
জ্বলে শুধু স্মৃতি,
হৃদে দাবানল সম।
লজ্জা নিবারণ দেহ দরশন,
ভুলি জ্বালা।
কালাচাঁদ হও হে উদয়—
কোথায় করুণাময়,
অভাগায় কৃপা কি হবেনা !
প্রবেশি গহ্বরে—
দেখি যদি মন হয় স্থির। [প্রস্থান।

(সোণার প্রবেশ)

সোণা। সোণা তুমি নরঘাতিনী; সে যাক, তোমার ছলনায় রাজার এই দশা—প্রতিহিংসার কি তুমি তৃপ্তি লাভ করেছ? এই তো অন্তর জ্বালা! যারে রাজ্যচ্যুত করেছি তারই জন্য নিত্য কুসুম চয়ন কচ্চি, তারই জন্য নিত্য ফল আহরণ কচ্চি, হা অভাগিনী যদি অনুতাপ করবি তো এ কাজ কল্লি কেন! নিত্য মনে করি ক্ষমা চাব—যা থাকে অদৃষ্টে আজ দেখা দিব, আমার তো সতীত্ব ফিরল না, লাভে হতে রাজ্যেশ্বরকে বনবাসী কল্লেম। কাপালিকের সৎকার করেছি—দেখা পেলে ক্ষমা চাইতেম, আর উপায় নাই, যার উপায় নাই সোণা তার জন্য ভাবেনা। রাজার কাছে ক্ষমা চেয়ে যেথা ইচ্ছা হয় চলে যাই। কোথা থেকে পোড়ারমুখো নসে এলো? কিছুতেই যে আমি তাকে ভুলতে পাচ্চিনি, পোড়ার-মুখোর মনে কি ঘৃণা নাই?—সে যে আমায়ও ঘৃণা করেনা! সদাই মন চায় আমি তার কাছে যাই; পোড়া মন এখনও তুমি ভালবাসতে চাও—তোমাতে আগুন লাগেনি! এমন মন থাকতে বনে আগুন লাগে—নসে পোড়ারমুখো যে সর্ব্বনাশ করলে; পাতা নড়ে মনে হয় নসে আসছে, পাখী গায় মনে হয় নসে হরি বলছে, হরিনাম—তা কথনই করবো না; নসের সঙ্গে আর একবার দেখা করবো তারপর যেথানে হয় চলে যাব—এই যে রাজা আসছে। (অন্তরালে অবস্থান)

(রাজার পুনঃ প্রবেশ)

রাজা। একি—কে আমার নিমিত্ত নিত্য কুসুম চয়ন করে—কে সুশীতল জল আনে—গহ্বর ভিতরে কে ফল রেখে

যায় ? আমি তো কিছুই বুঝতে পারিনি। এখানে কি জন-সমাগম আছে, আমায় সাধু বিবেচনা করে কি গোপনে কেউ সেবা করে ? এস্থান পরিত্যাগ করাই উচিত। (গমনোদ্যত)

সোণা। (অগ্রসর হইয়া) ক্ষম দোষ ত্যজ রোষ ওহে সদাশয় ;

আমি দুশ্চারিণী,
রাজ্যেশ্বরে করিয়াছি বিপিন-নিবাসী ;
অনুতাপে দহে প্রাণ,
কৃপাবান হও মতিমান,
ক্ষমা কর পাপিনীরে।
জ্বলি যে জ্বালায় কব কি তোমায়—
নিত্য নিত্য তোমারে নেহারি,
অনুতাপে দহে প্রাণ,
কৃপা কর কর হে মার্জ্জনা ;
দিওনা বেদনা,
ললনা চঞ্চল মতি—
না বুঝে করেছি অপরাধ,
আর বাদ সেধনা হে নরনাথ,
ঢাল বারি অনুতাপানলে !

রাজা। কেও সোণা ?

তুমি শিক্ষাদাতা গুরু সম মম !
আছিলাম মত্ত সদা বিষয়ের মদে,
ফুটিল নয়ন তব চরণ প্রসাদে।
তব পদে শত নমস্কার,
আমি অপরাধী কর তিরস্কার,

হোক মনে ঘৃণার উদয়,
হরিপদ ধরি দৃঢ় করি।
শুনলো ললনা,
তুমি দোষী একথা বলোনা;
তুমি মম ভবার্ণবে সেতু,
তোমা হেতু হরিনাম পাইল অধম।
জন্মে যেন হরিপ্রেম কর আশীর্ব্বাদ,
ঘুচুক বিষাদ,
হরিপ্রেমে ভুলি হে প্রাণের জ্বালা—
দাসে দেহ পদধূলি।

সোণা। তিরস্কার করনা আমায়।
পাপদেহ স্পর্শে বাড়ে পাপ,
বাড়িবে সন্তাপ,
ছি ছি ছুঁয়োনা আমায়।
আমি যে যাতনা সহি,
বল কত কহি—
কর ক্ষমা,
বল মহাশয় আর নাহি রোষ তব—
বল নাহি রোষ,
ভুলাওনা বাক্যছলে,
বল বল অপরাধ করেছ মার্জ্জনা?

রাজা। নহ তুমি দোষী হিতৈষী আমার,
তবু কহি তব অনুরোধে,
নাহি মম রোষ;

যদি তব হয়ে থাকে দোষ,
অকপটে কহি আমি করেছি মার্জ্জনা,
বল তুমি হরিভক্তি হোক মম।

(নসীরামের প্রবেশ)

একি—গুরুদেব প্রণাম।

নসী। সোণা কোথা যাবে ধরেছি, আমি তোমার পিরিতে মজেছি, তুমি পায়ে ঠেল ঠেলবে আমি কখনও তোমায় ভুলতে পারবো না।

সোণা। দূর হ' পোড়ারমুখো পাগলা, তুই আমার সর্ব্বনাশ করবি। যার সঙ্গে একত্তরে বার বচ্ছর কাটালেম তারে পুড়িয়ে এসেছি, এক বিন্দু চক্ষের জল ফেলিনি। তুই পোড়ারমুখো আমার কাল হয়ে এসেছিস, তোকে আমি ঘুমিয়ে স্বপ্নে দেখি, তুই আমার আজীবনের ছল চাতুরী ভুলিয়ে দিলি, তোর কথায় প্রাণ গেল! আমি অনুতাপে জ্বলে মরছি, পোড়ারমুখো তুই আবার এসেছিস কি করতে?

[প্রস্থান।

নসী। যাও তুমি কিন্তু আমি তোমাকে নিয়ে যাব।

রাজা। প্রভু আমার তো হরিসাধন হলোনা, আমি মন স্থির করতে পারলেম না।

নসী। না পেরেছ নাই নাই, চল তোমায় আজ হরি দেখাব।

রাজা। কৃপাময় কি বলছেন—চর্ম্মচক্ষে হরি দর্শন করবো?

নসী। তোমার আর চর্ম্ম চক্ষু নাই, যে হরি নাম করে সে দেব-দেহ পায়। তোমার হরিসাধন হলোনা বলে ক্ষোভ হচ্ছে

তোমার ন্যায় সাধু কে আছে; এই ক্ষোভই ক্ষোভ অন্তঃক্ষোভ বিড়ম্বনা মাত্র; এই ক্ষোভ যত পোরে তত বাড়ে। যার হরিনামে রুচি আছে সেই ধন্য! তুমি ধন্য—তোমার সহবাসে আমি ধন্য! দেখ তোমার কিঞ্চিৎ বিষয় ক্ষোভ আছে, তাই তুমি হরির দর্শন পাও নাই; তোমার মনে হয় তুমি পুত্রের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছ—কিন্তু না সে ক্ষোভ পরিত্যাগ কর; সকলই হরির ইচ্ছা তুমি নিমিত্ত মাত্র। এস আমার সঙ্গে এস তোমার পুত্রের দর্শন পাবে। তোমার পুত্র এখন পরম সাধু, তার কৃপায় এ পর্ব্বতবাসীরা ঘরে ঘরে হরিনাম কচ্চে, এস দেখবে এস।

রাজা। প্রভু—হরির দর্শন পাব আজ্ঞা করলেন যে—

নসী। আমার আজ্ঞা নয়, হরির কৃপায় তুমি তাঁর দর্শন পাবে।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

অরণ্য।

(অনাথনাথ।)

অনাথ। আর না—কথা কবনা, চুপ করে দেখি; শ্যামের বামে রাইকিশোরী—মরি মরিরে বৃন্দে শ্যামের নিন্দে করিসনি, ওই দেখ ভয়ে ভয়ে কুঞ্জের দ্বারে দাঁড়িয়ে আছে, চাঁদমুখ শুকিয়ে গেছে—ওলো ওলো রথের চাকা ধর চাকা ধর, বড় ক্রূর অক্রূর লো—আহা গোঠে কানাই নাই, শ্রীদাম কাঁদ কি গো তাই?

দে মা নন্দরাণী সাজিয়ে দে—দে মা চূড়া বেঁধে দে—দে মা ধড়া পরিয়ে দে—দে গো নবনী দে—বেণু না শুনে ধেনু যে গোঠে যাবেনা। আহা ধর ধর ধর প্যারী ধূলায় পড়ে—কৃষ্ণ বলে তমাল ধরে। ওরে কেরে—যারে যমুনা পারে, এনেদে এনেদে কালাচাঁদে এনেদে। ছি ছি ছি মান সাজেনা তোর; দেখ লোটে পায়—নূপুরে চূড়া মিশায়—শ্যামকায় নয়নজলে ভেসে যায়! ছি ছি রাই, ভাবি তাই যার মানে তুমি মানি, তার এত অপমান করিস ওলো গরবিনী! ওই দেখ শ্যাম ফিরে গেল—এখন কাঁদিলে কি হবে বল? আগে করে মান করলি তুই অপমান—এখন প্রাণ দিলে তো কালাচাঁদ আর ফিরবে না—

(নসীরাম ও রাজার প্রবেশ)

নসী। ওরে খুব মজা দেখছিস, ওরে ও পাগলা—

অনাথ। প্রভু প্রভু! (চরণ ধারণ)

নসী। আরে কি করিস কি করিস—তোর প্রেম একটু আমায় দে।

অনাথ। দয়াময় দাসকে মনে পড়েছে!

নসী। তুই যে হরির দাস—আমি তোর দাসানুদাস। দেখ যারে তুই বাবা বলতিস সেও এখন হরির দাস। দেখ দেখ হরিপ্রেমে মিনষে কাঁদছে; দেখ বুড়োমিনষে—ওকে আবার রাজা বলতো!

অনাথ। পিতা আশীর্ব্বাদ করুন আমার হরিভক্তি লাভ হোক।

রাজা। বাবা তুমি কি আমার অপরাধ মার্জ্জনা করবে?

অনাথ। আমি আপনার দাস, আপনার কৃপায় গুরুর কৃপা

লাভ করেছি হরি নাম-পেয়েছি, আমার সার্থক জন্ম আমি হরিনাম মুখে এনেছি!

নসী। কেমন তোরে বলেছিলেম যে রাজকুমার আর থাকবিনি; এই দেখনা সেই বাপ—যেন সে বাপ নয়, যেন কে আরও আপনার লোক; তুই সেই ছেলে—যেন সে ছেলে নয়, আর কেউ আপনার হতেও আপনার; দেখ দেখ হরিপ্রেমের মহিমা দেখ! এত দিন ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ ছিল, সে সম্বন্ধ কত দিন থাকে—এ প্রেমের সম্বন্ধ, প্রাণে প্রাণে গোলোক বিহার! সোণা তুই এলিনি আমার প্রাণ কেমন কচ্চে—

(সোণার প্রবেশ)

সোণা। এই যে তোমার মুখে আগুন দিতে তোমার সঙ্গেই আছি, আমার কি পালাবার যো রেখেছ সর্ব্বনেশে—

(গীত)

ঘরে আর মন সরেনা, বুঝালে তো বুঝেনা মন।
কে যেন নেযায় টেনে, জ্বালা একি যেমন তেমন॥
মনে করি মনকে ধরি, পারিনি কেঁদে মরি,
কি ছলে মজালে হায় উপায় কি করি;—
অবশে যাইগো ভেসে, মনতো নয় মনের মতন॥

অনাথ। কে গো—তুমি কি প্রেমময়ী রাই!

সোণা। এই যে মুখপোড়া এটাকেও খেপিয়েছে, মুখপোড়া সৃষ্টি শুদ্ধ খেপালি!

নসী। সোণা আমার অপরাধ নিওনা, হরি খেপালে আমি

কিঁ করবো। আমার মুখে আগুন দিতে যদি তোমার সাধ হয় তো এস। আয় আয় তোরা আয় বংশীধারী দেখবি আয়।

[সোণা ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

সোণা। একি আমার প্রাণ টানে কেন? আমার পা দুটো ভেঙ্গে যায় তাহলে আর পোড়ারমুখোর কাছে যেতে হয় না। ছি ছি ছি পাগলটা আমায় পিছনে ফিরাচ্ছে! কেন— আমি হরিনাম করবো কেন? হরি বলবো তবে তিনি উদ্ধার করবেন—ওমা আমি যেন গড়তে বলেছিলেম; তুই যা খুসী তাই করিস তবু তোর নাম নেবনা। এই যে বেশ্যা করেছিলি, এই যে নরঘাতিনী করেছিস, তা আমি কি কল্লেম, কিছু করতে পেরেছি—ওমা কি দয়াময় গো! ওরে আমায় টেনে নিয়ে যায়—আমি যে থাকতে পারিনা—

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

পর্ব্বতের অপরাংশ।

(বিরজা ও মাধুলী)

মাধুলী। সখি তুমি তো দেখা পেয়েছিলে কেন মার্জ্জনা চাইলে না, তবে এখন কেন খেদ কর?

বিরজা। সখি তাঁরে উন্মত্ত দেখলেম—দাসীকে চিনতে পারলেন না, আমার পরিচয় দিতে লজ্জা হলো, কি জানি পরিচয় শুনে যদি তাঁর পূর্ব্ব কথা স্মরণ হয়—প্রাণে ব্যথা লাগে।

বুঝিনু স্বজনি,
এ জনমে সাধন হলোনা,
মনের বেদনা রহিল গো মনে মনে।
যত প্রাণ বাঁধি তত সখি কাঁদি,
নিরবধি সেই কথা ওঠে মনে,
কেমনে করিব হরি-পাদপদ্ম ধ্যান!
রক্তোৎপল চরণকমল
ভাবিতে স্বজনি রঞ্জিত অধর হেরি—
ত্রিভঙ্গ নয়ন
নাহি সখি করি নিরীক্ষণ,
হেরি ধ্যানে সে নয়ন দুটী—
বাঁশী মনে হলে, ভাসি আঁখিজলে
শুনি কাণে সে মধুর স্বর—
বলনা বলনা সাধনা কেমনে করি।
যাও সখি যাও স্থানান্তরে,
হরি প্রেমে হওনা বঞ্চিত,
দেখ দেখ তব সাধনার বিঘ্ন আমি।

মাধুলী। সখি তুমি প্রেমিকা, প্রেমিক হরি তোমায় প্রেম দিয়াছেন; আমি প্রেম-শূন্য তোমার কাছে থাকি প্রেম শিক্ষা করি, হরিকে কেমন করে ভালবাসবো তাই তোমার কাছে শিখি।

বিরজা। দেখ দেখ এখানে চিতা সাজান কার!

মাধুলী। তা তো জানিনি।

বিরজা। একি শ্মশান—সখি এ নির্জ্জন স্থান নয় ওই দেখ কে আসছে।

মাধুলী। এ যে গুরুদেব—সে রাজা না? ওই যে রাজকুমার!

বিরজা। তাই তো।

(নসীরাম, রাজা ও অনাথনাথের প্রবেশ)

(বিরজা ও মাধুলীর প্রণাম)

বিরজা। গুরু প্রভু আমাদের সাধন হলোনা।

মাধুলী। প্রভু কৈ জীয়ন্তে মরা তো হতে পারলেম না, আমার সকল কথাই মনে পড়ে।

নসী। ওরে ও খেপা এ কে দেখছিস—এই সেই যে তোর বিরজা ছিল, আর এ মাধুলী।

রাজা। বিরোজা—মা, হরির দোহাই আমার অপরাধ মার্জ্জনা কর।

বিরজা। আপনি পিতা—হরিভক্ত, অপরাধী করবেন না, আমায় হরিভক্তি দিন।

নসী। ও খেপা চুপ করে রইলি যে—দেখ মনে আড় রাখিসনি—বিরজার অপরাধ নাই, সে তোমা বই আর ধ্যানেও জানেনা; আর যদি অপরাধীই হয়—তুই প্রেম দান করে সব ধুয়ে নে। বোঝ কামে প্রেমে তফাৎ—বোঝ কাম স্বার্থপর—মনকে কুঁকড়ে দেয়; প্রেম জগদ্ব্যাপী—প্রাণ মন জগদ্ব্যাপী হয়। বিরজা তোর কি মনের কথা বলনা।

বিরজা। রাজকুমার—

নসী। রাজকুমার কেরে—এখন কি রাজকুমার আছে, খেপা বল।

বিরজা। হে পরোন্মাদ দাসীর অপরাধ মার্জ্জনা করুন।

অনাথ। প্রেমময়ি তুমি আমায় প্রেম দাও, প্রেমে আমার মোহ-অন্ধকার দূর কর।

নসী। শোন তোদের সকলকে বলি শোন, জগতকে প্রেম দে—যে হীনের হীন তাকে প্রেম দে—রাইরাজার ঘরের প্রেম ফুরাবে না যত পার বিলাও! রাধে রাধে আমায় প্রেম দাও! ওরে আমার কাজ ফুরিয়েছে আমি চল্লেম—ঐ দেখ আমার চিতা সাজিয়েছি।

সকলে। প্রভু কি বলেন!

নসী। আর কথার সময় নাই তোরা হরিনাম কর, সোণা আর রাইরাজা তোরে ডাকছে।

সকলে। হায় কি হলো!

নসী। কেঁদনা আবার দেখা হবে—হরিনাম কর বন্ধুর কাজ কর, আমার সময় উপস্থিত।

সকলে। হরিবোল হরিবোল হরিবোল!

(পাহাড়ীগণের প্রবেশ)

১ম পা। ওরে তোরা হেথা—আমরা তোদের মাদল নিয়ে ঢুঁড়ছি।

অনাথ। এস ভাই সকলে মিলে হরিনাম করি।

১ম পা। এ কেরে—একটা হরিবলা বুঝেছি।

সকলে। হরিবোল হরিবোল হরিবোল!

(সোণার প্রবেশ)

সোণা। আরে কি কচ্চিস—কাঠ হয়ে রয়েছে দেখতে পাচ্চিসনি, আর কাকে নাম শোনাচ্চিস; দাঁড়া আমি নুড়ো জেলে দিই। (চিতায় অগ্নি প্রদান)

সকলে— (গীত)

লজ্জা রাখ লজ্জানিবারণ হরি।
পাথারে করহে পার দিয়া রাঙা চরণ-তরি ॥
কোথা হে হৃদয়-বিহারী, চরম সময় বারেক নেহারি,
অবশ জিহ্বা নাম নিতে নারি ;—
এস বাজিয়ে বাঁশী কালশশী ঢেউ দেখে হে শিহরি ॥

সোণা। পোড়াকপালে তোর সঙ্গেই আমি যাচ্ছি।

(সোণার চিতা-মধ্যে প্রবেশ)

(পুষ্প-রথে সোণা ও নসীরামকে লইয়া রাধাকৃষ্ণের স্বর্গে উত্থান।)

কৃষ্ণ। যে আমায় চায় আমি তারে চাই।

রাধিকা। শ্যামের ভক্ত বই আর কেউ তো নাই ॥

সকলে— (গীত)

রথ রাখ হে রাখ বাঁকা শ্যাম।
যেওনা অকূলে ফেলে হয়োনা হে বাম ॥
পায়ে ঠেলনা প্রেমময়ী রাই,
রাধে তোমারি দোহাই,
বারেক দাঁড়াও যুগল হেরে মন প্রাণ জুড়াই ;—
যদি নিদয় হবে কেউ তো ভবে নেবেনা জয় রাধানাম ॥

যবনিকা।